রুক্মিণীহরণ নাটক।

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে

ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৭৮ সাল।

রাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

মহোদয়।

হাটক কর্ণাভরণং

নাটক মিদং হি রুক্মিণীহরণাখ্যং।

কুরুতাং কৃপয়াকর্ণে

ভবদভ্যর্ণে সমর্পয়ামি॥

কলিকাতা।
সংস্কৃত কালেজ,
১২৭৮। ভাদ্র।

অধীন
শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দ।

রাজা	... ...	বিদর্ভদেশাধিপতি।
যুবরাজ	... ...	ভীষ্মক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী।
রুক্মরথ	... ...	ভীষ্মক রাজার দ্বিতীয় পুত্র।
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়	...	অমাত্য।
দর্শক	... ...	ক্রীড়াদর্শক সভাসদব্যক্তি।
ধনদাস	... ...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কৌতুক ধন	...	ধনদাসের প্রতিবাসী।
নারদ	... ...	দেবর্ষি।
কৃষ্ণ	... ...	দ্বারকাধিপতি।
শিশুপাল	... ...	চেদি দেশাধিপতি।
বিদূরথ, জরাসন্ধ, শাল্য	...	রাজবর্গ, রুক্মীর সখাগণ।

রুক্মিণী	... ...	ভীষ্মক রাজার কন্যা।
লবঙ্গলতা কুসুমলতা	}	রুক্মিণীর সখী।
চিত্রা	... ...	রুক্মিণীর দাসী।
ব্রাহ্মণী	... ...	ধনদাসের স্ত্রী।

রক্ষিগণ, কঞ্চুকী, ভৃত্য, দাসী, প্রভৃতি।

রুক্মিণীহরণ নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৌতুকাগার।

যবনিকা উত্তোলনকালে উচ্চহাস্য।

অমাত্যগণসহ যুবরাজের পাশক্রীড়া।

যুব। আচ্ছা, দেওনা আমি মাচ্চি। (উচ্চৈঃস্বরে পাশাক্ষেপ) পোহাবারো তেরো—মারো কালাকে—কোথা যাবে?

প্রথম অমাত্য। ও মারতে পারবেন না যুবরাজ, ওকে মারা বড় কঠিন, দেখ্‌চেন্‌ না ছকা পোয়া বন্ধ। কালাকে মারবেন? কালা এই পেকে যায়।

দ্বিতীয় অমাত্য। আচ্ছা এই খেল্‌লেম, এতেই হানি কি?

প্রথম। এই আড়িটী শক্ত আড়ি, এইটী মারতে পারি। (পাশাক্ষেপ) এই পঞ্জুড়ি।

যুব। কোথা পঞ্জুড়ি? ছ তিন নয়—পঞ্জুড়ি বল্‌লেই হলো আর কি।

প্রথম। আচ্ছা এই ছ তিন নয় দিলেম্।

দর্শক। মন্ত্রিমহাশয়, ও কি খেল্‌লেন? আঃ ছি! ছি! ছি! ছি! বাঁধ্‌লে ভাল হতো।

তৃতীয় অমাত্য। তা হোক, ও বেড়ে হয়েছে।

দ্বিতীয়। বেড়ে হয়েছে, এই বার একটী সতোরো পড়্‌লেই বেড়ে মজা দেখ্‌বে এখন। (পাশা লইয়া) সতেরো—(নিক্ষেপ।)

যুব। সতেরো, সতেরোই তো বটে, দেখ, হাত দেখ! আমরা যা বলে ফেল্‌বো তাই পড়্‌বে। (উচ্চহাস্য) এখন এসো দেখি, এইবার বোঝা যাবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। যুবরাজের জয় হৌক। যুবরাজ, বৃদ্ধ মহারাজ এখানে আস্‌চেন।

দ্বিতীয়। এই আসুন্ না (পাশাক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ষোল! এবার আর কথাটি কবার যো নাই। মারো ওকে। (ঘুটিদ্বারা ঘুটিকে আঘাত)।

যুব। বেশ হয়েছে। আচ্ছা, মজা হয়েছে।

কঞ্চু।—যুবরাজ, একবার এদাসের নিবেদন গ্রহণ করুন্; বৃদ্ধ মহারাজ এখানে আস্‌চেন।

যুব। (বিরক্তিভাবে) আঃ, তিনি এখানে এ সময় কেন? এই রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত হয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ কচ্যি—তারো ব্যাঘাত! হুঁঃ, বুড়োহলে বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে না নাকি?

প্রথম। তাই তো, এ সময়ে মহারাজের এখানে আসা হলো? উঁঃ, কি বল্‌বো? ঐ পাকাঘুটিটী এবার মার্‌তেম্‌।

যুব। হাঁ, তা বোঝা যেতো, এই এদিগে দেখেছ? (উচ্চহাস্য। নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া কঞ্চুকীর প্রতি) তা আর কি হবে, এক খানা আসন এনে দেও। (বিরক্ত মনে ছক উত্তোলন ও কঞ্চুকীর আসন আনয়ন)।

(রাজার প্রবেশ।)

(সকলে উঠিয়া রাজার অভ্যর্থনা ও রাজার উপবেশন।)

রাজা। হরে মাধব, হরে মাধব, হরে মাধব!

যুব। আপনার এখানে আসা হলো কেন? প্রয়োজন হয়ে থাকে ডেকে পাঠালেই তো হতো?

রাজা। হাঁ তা বটে—এমন কিছু প্রয়োজন নাই, অমনি এলেম—এই দেখ বাপু, কাল্‌রাত্রে নিদ্রাটা হলো না।

যুব। কেন? শারীরিক তো কোন পীড়া হয় নাই?

রাজা। না, এমন পীড়া কি তা নয়, অন্তঃকরণে কেমন একটা চিন্তার উদয় হয়েছে তাতে আর নিদ্রা মাত্র হয় না।

যুব। কিরূপ চিন্তা?

রাজা। চিন্তা কি জানো, ঐ তোমার ভগিনী, রুক্মিণী, উটী বিবাহযোগ্যা হয়েছে, আর তো রাখা যায় না, এখন করা যায় কি?

যুব। তাতে আপনার চিন্তা কি? সেকি আমার ভার নয়? আপনি রাজ্যকার্য্যাদি সকল ভারই তো আমাকে দিয়েছেন, তা ঐ ভারটি কি আমার নয়?

রাজা। হাঁ হাঁ বাপু, সকল ভারই দিয়েছি বৈ কি? তুমি আমার স্বরূপ যোগ্য সন্তান—তা বটেই তো— তবে কিনা, বলি এই কন্যাসন্তানটা বড় মায়ার সামগ্রী, বিশেষতঃ আমার ঐ একটী বৈ কন্যা নয়, উটী সৎপাত্রে প্রতিপাদিতা হলেই ভাল হয়।

যুব। রুক্মিণী আমার ভগিনী, ওকে সৎপাত্রে দেওয়া হবে বৈকি অসৎ পাত্রে দিব? আমাদের যেমন আভিজাত্য, যেরূপ কৌলীন্য, যে প্রকার মান সম্ভ্রম, এ সকল রক্ষা করে অবশ্য কর্ম্ম কর্‌তে হবে,

তাতে আপনার উৎকণ্ঠা কি, আর আপনার এপর্য্যন্ত ক্লেশ করে আস্‌বার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

রাজা। না, প্রয়োজন এমন কি তা নয়—বলি সেই বিষয়েরই একটা পরামর্শ কর্‌তে এলেম। এই দেখ বাপু, কেউ কেউ বলে কি শ্রীকৃষ্ণকে মেয়েটী দিলে ভাল হয়।

যুব। (বিরক্তি ভাবে) এমন প্রস্তাব আপনার কাছে কে কর্‌লে?

রাজা। না না, এমন কেউ করে নাই, তবে কি জানো, সে দিন আমি আহ্নিক কচ্চি, রুক্মিণী আমার পূজার আয়োজন কচ্যেন, এমন সময় মহর্ষি নারদ এলেন, এসেই রুক্মিণীকে দেখে বল্‌লেন—মহারাজ, আপনার কন্যার বিবাহের কি করেছেন? আমি বল্‌লেম, সকল ভারই আমার জেষ্ঠপুত্র রুক্মির প্রতি, তিনি যা করেন তাই হবে। শুনে ঋষি বল্‌লেন—না না, এ কন্যাটী অতি সুলক্ষণা, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণেরই সহিত ইহাঁর বিবাহ দিন্, তা হলে উপযুক্ত পাত্রেই কন্যা প্রদান করা হয়, শ্রীকৃষ্ণই এঁর উপযুক্ত পাত্র।

যুব। আপনি অমন্ যার তার কথা শুন্‌বেন না, বিশেষতঃ নারদের কথা। ঐ যে ঋষিটী, উটী একটী

সামান্য ভণ্ড নন, কাকে উনি কবে সৎ পরামর্শ দিয়েছেন? ওঁর কাছে সব অনিষ্টসূচক মন্ত্রণা, যে বিষয়ে যান্ সেই বিষয়েই একটা না একটা গোল বাঁধান, ওঁর কথা আপনি কখনই শুন্‌বেন না, যা কর্‌তে হয়, যাতে ভালো হয়, আমিই কর্‌বো।

রাজা। বাবা, তবে আর একটা কথা তোমাকে বল্‌তে হলো। আমি শুনেছি আমার রুক্মিনীও নাকি শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ করে তাঁতেই অনুরক্তচিত্তা হয়েছেন, কৃষ্ণের সহিত বিবাহে তাঁর একান্ত অভিলাষ।

যুব। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) সে যা বলে আমি তাই কর্‌বো? তারি কথা আমাকে শুন্‌তে হবে? সে কি জানে? সে স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ বালিকা. তার হিতাহিত বোধ কি?

রাজা। হাঁ হাঁ, তা বটে, তা আমিই একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ভাল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ দিলে হানি কি?

যুব। (কর্ণে হস্তার্পণ) ছি! ছি! ছি! ছি! আপনি ভুয়োভুয় ও কি বল্‌চেন? আমার ভগিনীর বরপাত্র কি সেই রাখাল, গয়লার ছেলে? তাকে জানে কে? চেনে কে? সে কি মানুষ? তার জাত্ কি? জন্মের

ঠিক কি? কেউ বলে নন্দঘোষের ছেলে, কেউ বলে বসুদেবের ছেলে। যার তার অন্ন খেয়ে এতকালটা বেড়ালে, সে কি ভদ্রস্থলে দাঁড়াবার যোগ্য, না পরিচয় দিবার উপযুক্ত। তার শরীরে কি বুদ্ধি বিদ্যা আছে? বিদ্যার মধ্যে ঘোলমওয়া আর গাই দোওয়া। তবে ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি হয়েছে এইমাত্র। তার কোন্ গুণে আপনি তাকে কন্যা দিতে উদ্যত হয়েছেন আমি কিছুই বুঝ্তে পার্লেম না; বিশেষতঃ তার রীতি চরিত্রের কথা তাও কারু অবিদিত নাই। দূর হোক, ও পাপকথায় প্রয়োজন নাই। সে সকল লোকের সঙ্গে কুটুম্বতা? তাকে বাড়িতে আস্তে দিতে আছে?

রাজা। (বিরক্ত হইয়া) গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমি এখানে কি কৃষ্ণনিন্দা শুন্তে এলেম?

যুব। নিন্দা কি? এ কি গ্লানি কথা? ভাল, আপনিই বিবেচনা করুন্ না, বলি গোপাল হয়ে কখনো ভূপালের কন্যার পাণিগ্রহণ কর্তে পারে? কৈ? তার বংশে কেউ কখন রাজা ছিল? (অমাত্যগণের প্রতি) কেমন হে, তোমরাই বল্ না?

প্রথম। আজ্ঞে, তার বংশেরই ঠিক নাই, তার বংশে রাজা থাক্বে কেমন করে?

যুব। হ্যাঁ, বেশ বলেছ।

দ্বিতীয়। যুবরাজ যা আজ্ঞা কচ্যেন্ তার অন্যথা কি? তবে মহারাজের অন্যমত অভিপ্রায় হোলে সে স্বতন্ত্র কথা।

যুব। আবার এ দিকে দেখ, না আছে রূপ, না আছে গুণ, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, চুরি, প্রভৃতি কোন্ অপবাদ তার নাই? এমন লোকের সঙ্গে আমার ভগিনীর বিবাহ এতো কখনই হবে না। ভাল, আমার ভগিনীতো বীর্য্যশুল্কা, যার অধিক বলবীর্য্য তাকেই দিবার কথা আছে, তা কৃষ্ণ কি বড় পরাক্রান্ত পুরুষ? তার বলবীর্য্য মুচুকুন্দের শয্যাতে শরণাগত হওয়াতেই পরিচিত আছে। কেমন মন্ত্রি, মগধপতি তার যেরূপ দুরবস্থা করেছিলেন শুনেছতো?

তৃতীয়। আজ্ঞে, শোনা গেছে বটে, কিন্তু তিনি যে একটী বীরপুরুষ এ কথা নিতান্ত অস্বীকার করা যায় না, কেননা কংস প্রভৃতি অসুরদিগকেও বধ করেছেন।

যুব। আরে না না না, তুমি বিশেষ জান না, সেই রোহিণীর ছেলে বলদেব তার সহায় আছে বলেই তার যে কিছু বলবীর্য্য প্রকাশ। সে যাই হোক, আমার মনের কথা একটা বলি, আমার ভগিনী রুক্মি-

ণীর বিবাহ চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সঙ্গেই দিব। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, সর্ব্বপ্রকারে শিশুপালের তুল্য এক্ষণে আমাদের ক্ষত্রিয় জাতিতে কেউ নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্রাট্ বল্‌লেই হয়। জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শাল্য, বিদূরথ, বাণ প্রভৃতি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বীরপুরুষেরা যাঁর পক্ষ, চন্দ্রবংশীয় কৌরবেরাও যাঁর অনুগত, তাঁর তুল্য সৎপাত্র কে আছে?

রাজা। সে কি করে হবে?

যুব। যা করে হবে আমি কচ্চি। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট প্রণয়, সম্বাদ পাঠালেই তিনি আস্‌বেন।

রাজা। আমি তা বল্‌চিনে, বলি—তুমি যে রাগ-করো বাবা, তাই বল্‌তে ভরসা হয় না।

যুব। কি বল্‌বেন বলুন্?

রাজা। না, বলি একটা কথা বলি কি, নারদ ঋষিকে এক প্রকার কথা দেওয়া গেছে।

যুব। (সক্রোধে) কি আমাকে না জানাইয়ে এর মধ্যে স্থির করা হয়েছে, আঃ তবে আমি কেউ নই; আচ্ছা দেখি কৃষ্ণের সঙ্গে কে বিবাহ দেয়—কখনো ওকর্ম্ম হবে না।

রাজা। সেটা কি ভাল হয় বাবা, একটু স্থির হও, রাগ করো না।

যুব। এ আর রাগ করা করি কি? আপনি প্রাচীন হয়েছেন, বিষয়কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করে ধর্ম্ম কর্ম্ম কচ্যেন, পরকালের চিন্তা কচ্যেন, ভালই তো, তাই করুন্, এ সকল বিষয়ে এখন আপনার আর কথা কহা ভাল দেখায় না।

রাজা। আমি তো এখন কোন বিষয়েই আর কোন কথা তোমাকে বলিনে, তবে এই বিষয়ের একটা অনুরোধ—কৃষ্ণকে কন্যা দিতে আমার একান্ত অভিলাষ, যেহেতু আমার রুক্মিণী লক্ষ্মী—কৃষ্ণ ও নারায়ণ,—লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ হবে এ অভিলাষ কেনই বা না হবে বলো?

যুব। ঐঃ, আপনাদের প্রাচীন দলের ঐ যে একটা মহাভ্রান্তি এ ভারি আক্ষেপের বিষয়। কএকটা ঐন্দ্রজালিক কার্য্য করে ঐ গয়লার বেটা এক্ষণে মূর্খ সমাজে ভগবানের অবতার বলে পরিচিত হচ্যে। একি! আঁা? এখন দেখ্‌চি যত প্রতারক সকলই অবতার হয়ে উঠ্‌লো? কি আশ্চর্য্য!

রাজা। হরি বোল, হরি বোল! বাবা, তুমি এখন রাগ কচ্চো, তা এখন তবে আমি যাই।

যুব। হাঁ, আপনি বিশ্রাম করুন্‌গে, যাতে ভাল হয়, তারি পরামর্শ এর পর তখন করা যাবে।

রাজা। হাঁ, তা কর্‌বে বৈ কি, তুমি আমার তো অবাধ্য সন্তান নও। বুড়ো হয়েছি আর কতদিনই বা বাঁচবো, আমাকে মনোদুঃখটা এখন কখনই তুমি দিবে না—তবে আমি এখন আসিগে।

[রাজার প্রস্থান।

দ্বিতীয়। পাশা কি আবার পাড়া যাবে?

যুব। মাথা ঘুরে গেছে আর পাশা! মন্ত্রি, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

প্রথম। আজ্ঞে, আপনি যা অনুমতি কর্‌বেন তাই। উনি প্রাচীন হয়েছেন, ওঁর কথায় কি হবে?

যুব। কি আশ্চর্য্য! দেখ মন্ত্রি, বিষয়ের মমতা ত্যাগ করেছেন, তবু এখনো সংসারের মমতা ছাড়্‌তে পারেন না।

তৃতীয়। পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়।

যুব। সেই তো হয়েছে বিষম বিপদ্। নারুদে বেটা ঐ বুড়োকে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে; এর মধ্যে সকলই স্থির করা হয়েছে।——না, ও কথা ভাল নয়, কি জানি একটা ঘটনা ঘটে উঠ্‌বে, আমাকে যেতে হলো, আমি স্বয়ংই চেদিদেশে গিয়ে শিশুপালকে এনে এ কর্ম্ম সম্পন্ন করি, আর বিলম্ব করা হবে না।

(নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক সঙ্গীত।)

চিত্রাগৌরী।—তাল আড়া।

ব্যাকুলা কমলিনী হেরি দিবা অবসান্।
শশধর সোহাগিনী কুমুদিনীগণ,
সবে পুলকিত প্রাণ্।
নিরন্তর পিকবর মধুর তানে,
সুখে করিতেছে গান্।

যুব। সন্ধ্যা হোলো দেখ্‌চি যে, তবে আজ্ ওঠা যাক্। দেখ, আমি কালিই চেদিরাজ্যে গমন কর্‌বো, তোমরা তার উদ্যোগ করগে। (গাত্রোত্থান)।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অভ্যন্তর গৃহ।

(লবঙ্গলতার সহিত রুক্মিণী উপবিষ্টা।)

লবঙ্গ। তা কি প্রিয়সখি আমি জানি নে? তোমার হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, এ আমি বিশেষ জানি। তাঁর গুণ গান শুনে যে তুমি দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, মনে মনেই তাঁকে সমর্পণ করেছ তা আমার অবিদিত নাই। আমি তা

বল্‌চিনে, বলি তুমি এত করে ভগবানের আরাধনা কচ্যো, বারব্রত কচ্যো, আর আমরাও অম্বিকা-দেবীর নিকটে এত মান্‌চি টান্‌চি, এতেও কি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না? অবশ্যই হবে।

রুক্মিণী। সখি, সত্য, কিন্তু ভাই আমার এত-দূর তপস্যা কি যে আমি তাঁর প্রণয়িনী হই। যার কোনই অবলম্বন নাই অথচ উচ্চ পদে উঠ্‌তে যত্ন করে তার পতন সখি অবশ্যই হয়।

লবঙ্গ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু দেখ প্রিয়সখি, কেবল বায়ুকে আশ্রয় করেও তো চকোরী চাঁদের সুধা পায়। তেম্‌নি প্রেম আশ্রয় করে সে গুণনিধিকে লাভ করা তোমার পক্ষে বিচিত্র কি?

রুক্মিণী। আমার অদৃষ্টে কি তেম্‌নি ঘট্‌বে? সখি, আমি কেন এতদূর আশা কর্‌লেম! কৈ, তাঁকে তো আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, তিনিও বোধ করি আমাকে জানেন না, কেবল তাঁর রূপগুণের কথা শুনেই আমার মন একেবারে মজ্‌লো। সেদিন আবার স্বপ্নে তাঁর মূর্ত্তি দেখ্‌লেম, দেখে অবধি আমার মনের ভাব যে কি হয়ে উঠেছে, তা আমি বল্‌তে পাচ্যিনে? কৃষ্ণময়ই যেন এখন জগৎ হয়েছে, আমি যে দিগে চাই সেই দিগেই যেন সেই নবীন-নীরদ-মূর্ত্তি

আমার নয়নপথে উপস্থিত হয়। এ কি সখি,—আমার এতদূর মনের ভ্রান্তি কেন হলো? আর দেখ ভাই, তুমিতো জান, আমি গানশুন্‌তে-এত ভালবাস্‌তেম্, কাব্য ইতিহাস পাঠে এত মগ্ন হয়ে থাক্‌তেম্, কিন্তু এখনতো আর তা কিছুই ভাল লাগে না, কুসুমলতিকা গুলিতে জল সেচন কর্‌তে, স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করে মাল্য রচনা কর্‌তে, আমার কত আমোদ ছিল দেখেছ তো? কিন্তু এখন আর কোন কর্ম্মেই ইচ্ছা হয় না। এখন মনে সর্ব্বদাই হচ্চে যেন তাঁরি নিকটে আছি, তাঁরি চরণ সেবা কচ্যি। আর যখন একাকিনী থাকি, কতই যে মনে উদয় হয়, ভাবি ভাগ্যগুণে যদি তিনি আমার পতি হন, নিরন্তরই তাঁর প্রিয়কার্য্য কর্‌বো, কত মতে তাঁর মনোরঞ্জন কর্‌বো, এইরূপ চিন্তাসাগরেই ভাস্‌তে থাকি। ভাই, এ সকল কেন হয়? তুমি বোধ করো কি? আমাকে তিনি কি দাসী বলে দয়া কর্‌বেন? আমার অভিলাষ কি পূর্ণ হবে?

লবঙ্গ। প্রিয়সখি, ও কেবল তোমারই অভিলাষ যে তা নয়, আমাদেরও তো নিতান্ত ইচ্ছা তুমি কৃষ্ণ-মহিষী হবে। যাঁর নাম ভুবন-বিখ্যাত হয়েছে, যিনি শুনেছি নারায়ণের প্রতিরূপ পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হয়েছেন—ভাই তিনি তোমাকে বিবাহ কর্‌তে আস্‌বেন, আমরা তাঁর সেই ব্রজাঙ্গনাগণের— মন্‌ভোলান রূপ নয়নে নিরীক্ষণ করে কৃতার্থ হবো, তোমাকে তাঁর বামে বসিয়ে যুগল রূপ দেখ্‌বো, মাল্যচন্দন প্রদান করে জীবন সার্থক কর্‌বো, এ আমাদের তো সর্ব্বদাই অভিলাষ। এ অভিলাষ কি পূর্ণ হবে না—অবশ্যই সেই দয়াময়ী অম্বিকাদেবী পূর্ণ কর্‌বেন ; না কর্‌লে যে তাঁর ভক্তবৎসলা নামে কলঙ্ক হবে।

রুক্মিণী। এ অভিলাষ পূর্ণ যে হবেই এমন বিশ্বাস তোমার ভাই কিসে হলো বল দেখি ?

লবঙ্গ। বল্‌বো ? সেই সে দিন,—কেন ভাই তুমিওতো শুনেছ,—সেই বুড়ো ঋষিটী মহারাজকে বল্‌লেন—মহারাজ, আপনার এই কন্যাটী লক্ষ্মী অবতীর্ণ হয়েছেন। কেমন বল্‌লেন না?—(ঈষৎ হাস্যমুখে) তা ভাই তাইতেই বলি নারায়ণ কি লক্ষ্মীছাড়া চিরদিন থাক্‌বেন ? অবশ্যই মিলন হবে।

রুক্মিণী। সেটী ভাই, ঋষি আমাকে নাকি স্নেহ করেন, সেই স্নেহের কথা, আর তোমারও সখি ওটী ভালবাসার অনুরূপ আশা মাত্র।

লবঙ্গ। না, না, ঋষি কি অমন বাড়িয়ে বলে

থাকেন ? তা কখন বলেন না। আরো এক কথা বলি, শুনেছি স্ত্রীরত্নের আদর শ্রীকৃষ্ণ যেমন জানেন এমন নাকি আর কেউ জানে না। (হাস্যমুখে রুক্মিণীর চিবুকে অঙ্গুলী অর্পণ করিয়া) তা প্রিয়-সখি, আমাদের এ রত্নের তুল্য রত্ন পৃথিবীতে কি আছে বল দেখি ?

রুক্মিণী। চুপ কর সখি, কে আস্‌চে।

(হাস্যবদনে চিত্রার প্রবেশ।)

চিত্রা। কোথা গো দিদি ঠাকুরণ, বলি এক জনের ভাই একটী আহ্লাদের কথা আমি বল্‌তে এলেম।

লবঙ্গ। সে কি চিত্রে, কার আহ্লাদের কথা বল্ দেখি শুনি।

চিত্রা। যদি কিছু পাই তবে বলি, অম্‌নি বল্‌বো ? (রুক্মিণীর প্রতি) কেমন গো দিদি ঠাকু-রণ, বলি কিছু দেবেতো তা আগে বলো ?

রুক্মিণী। পরিতোষ হয় তো অবশ্য পারিতো-ষিক পাবে।

চিত্রা। তা আর হবে না ? এমন আহ্লাদের কথা। (হাস্য)।

লবঙ্গ। মর্, হেসেই মলি যে, কি আহ্লাদের কথা বল্‌না শুনি ?

চিত্রা। ওগো, দিদিঠাকুরণের বে হবে গো বে হবে। শুনে এলেম, কত উয্যুগ টুয্যুগ হচ্যে।

লবঙ্গ। (সোৎসুকে) কোথায়, কোথায়? কে বল্লে, কার সঙ্গে বিয়ে হবে?

চিত্রা। যুবরাজ আপনিই বর আন্‌তে গেছেন।

লবঙ্গ। কাকে আন্‌তে গেছেন? কাকে? কাকে?

চিত্রা। কে জানে ভাই,—কি পালকে।

লবঙ্গ। কি পাল আবার?

চিত্রা। তা বড়ো বল্‌তে পারলেম না। (হাস্য-বদনে) যুবরাজ তাঁর ভগিনীকে কোন পালে মিশিয়ে দেবেন নাকি? (হাস্য)।

লবঙ্গ। দূর্‌হ, এখন পরিহাস রাখ্। বরের নাম কি বল্‌না শুনি?

চিত্রা। নামটী ভুলেগিছি—দিব্যি নামটী—কি ——পাল।

রুক্মিণী। (জনান্তিকে) তবে বুঝি গোপালই হবেন।

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) এমন দিন কি আমা-দের হবে?

চিত্রা। তোমরা আপ্‌না আপনি কি বলাবলি কচ্যো?

লবঙ্গ। না কিছু নয়, তুই বল্‌দেখি ভাই, কার ছেলে?

চিত্রা। ঐ যা! বাপের নামটীও ভুলে গিছি, কি ঘোষ।

লবঙ্গ। ঘোষ আবার কি?

রুক্মিণী। (জনান্তিকে) সখি, ও ভাল করে বল্‌তে পাচ্যে না, আমার বোধ হয় নন্দঘোষই হবে।

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) হাঁ হতে পারে, সেরূপ পরিচয়ও তো তাঁর আছে। (চিত্রার প্রতি প্রকাশে) হাঁরে চিত্রে, তাঁর বাড়ী কোথায় শুনিস্ নি?

চিত্রা। কে জানে ভাই, অতো আমি শুনি নি। শুন্‌ছিলেম এমন বড়মানুষ নাকি আর নাই। তিনি নাকি রূপে গুণে পুরুষের মধ্যে উত্তম।

রুক্মিণী। (পরমাহ্লাদে জনান্তিকে) সখি, এত দিনে বুঝি অম্বিকাদেবী দয়া কর্‌লেন। পুরুষোত্তম—শ্রীকৃষ্ণই, এর আর সন্দেহ নাই।

লবঙ্গ। তা বেশ হয়েছে। চিত্রে, তুই ভাই একবার রাজমাতার অন্তঃপুরে যা না; কবে বে হবে, কবে বর আস্‌বে, বরের নাম কি, কার ছেলে, সব ভাল করে শুনে আয় না ভাই।

চিত্রা। তবে যাই, আমি এই এলুম বলে।

[চিত্রার প্রস্থান।

লবঙ্গ। কেমন প্রিয়সখি, আমার কথা হলো কিনা, আমি তো বলেইছি তুমি ভাই লক্ষ্মী, নারায়ণের সঙ্গে তোমার মিলন কেন না হবে? আমি ভাই অম্বিকাদেবীর নিকটে অনেক মেনেছি, ভাল করে তাঁর পূজো দিতে হবে।

রুক্মিণী। অবশ্য দোবো। কিন্তু দেখ সখি, যদি সত্যই আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়ে থাকে তবে একটী কথা তোমাকে এই সময় বলে রাখি, তোমাকে ভাই আমার সঙ্গে যেতে হবে।

লবঙ্গ। তা একথা কি আর বল্‌তে হয় ভাই? ছায়া কি কখনো বস্তু ছাড়া হতে পারে? তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো।

(হাস্যবদনে চিত্রার পুনঃ প্রবেশ।)

চিত্রা। এই ভাই, সব শুনে এসিছি।

লবঙ্গ। এখন ভাল করে বল্‌দেখি শুনি, বরের নাম কি, কার পুত্র।

চিত্রা। বর দমঘোষের পুত্র শিশুপাল।

রুক্মিণী। (চমকিত হইয়া অতীব বিষাদে) অ্যাঁ—সখি এ আবার কি কথা? (স্তম্ভিতপ্রায়ে অবস্থান)।

লবঙ্গ। ও চিত্রে, তুই কি বল্‌লি? কে বর?

চিত্রা। শিশুপাল।

লবঙ্গ। দূর হ, অমন কথা বলিস্‌নে।

চিত্রা। না দিদি, তামাসা নয়, সত্যই বল্‌চি, দমঘোষের নন্দন শিশুপাল।

লবঙ্গ। তোর মুখে আগুন্‌, তুই ভুলে গেছিস্‌, নন্দঘোষের নন্দন পশুপাল হবে?

চিত্রা। নানা, দিদি, তোর্‌ মাথা খাই আমি ভুলিনি। তুই তো ভাই শ্রীকৃষ্ণের কথা বল্‌চিস্‌, তা সে কথাও তো হয়ে ছিল শুনে এলেম, বৃদ্ধ মহারাজ নাকি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে ছিলেন, তা যুবরাজ কর্‌তে দিলেন না, রাগারাগী করে আপনিই বর আন্‌তে গেছেন।

লবঙ্গ। শিশুপালকেই আন্‌তে গেছেন, তুই নিশ্চয় জেনে এসেছিস্‌?

চিত্রা। হাঁ গো, আমি এই যে আবার শুনে এলেম।

রুক্মিণী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবিষাদে) লবঙ্গলতা, আমি তো ভাই তখুনিই বলেছি, বলি এ আশা আমার দুরাশা মাত্র। আমার এমন অদৃষ্ট কি যে আমি কৃষ্ণমহিষী হবো? (সজল নয়নে মুখাবরণ)।

লবঙ্গ। প্রিয়সখি, স্থির হও, ব্যাকুল হয়ো না।

চিত্রা। তা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে না হলো নাই হলো, ও বরও শুনেছি খুব ভালো।

রুক্মিণী। (লবঙ্গলতার প্রতি) সখি, এখন তুমিই যদি কোন উপায় কর্‌তে পারো ?

লবঙ্গ। ওরে চিত্রে, বেলাটা হলো রাজকন্যার পূজোর যো কর্‌গে যা, আর বিলম্ব করিস্‌ নে।

চিত্রা। হাঁ বেলা হলো বটে, তবে যাই।

[চিত্রার প্রস্থান।

রুক্মিণী। (সরোদনে) আমার চিরদিনের আশা-লতা এইতো একেবারেই শুষ্ক হয়ে গেল, এখন উপায় কি বল সখি ?

লবঙ্গ। তাইত, উপায় কি করি ?

রুক্মিণী। সখি, আমি ওকথা শুন্‌বো না (হস্ত ধরিয়া সরোদনে) তুমি যদি উপায় না করো, আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বো।

লবঙ্গ। প্রিয়সখি, স্থির হও স্থির হও। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) ভাল, একটা কর্ম্ম করলে হয় না ?

রুক্মিণী। কি বলো ? তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করবো।

লবঙ্গ। দ্বারকাতে একবার সম্বাদ দিলে হয় না? তিনি জান্‌তে পার্‌লে যা হয় এর একটা উপায় তিনিই কর্‌বেন।

রুক্মিণী। তিনি অন্তর্যামী, তিনি কি জান্‌তে পারেন নাই?

লবঙ্গ। না ভাই, তবু এক বার জানাতে হয়, তা কাকে পাঠান যায় বল দেখি? বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়, যুবরাজ আবার না জান্‌তে পারেন। (চিন্তা) ভাল, ঐ যে দুঃখি ব্রাহ্মণটী আছেন যিনি তোমার নিত্য পূজার নৈবেদ্য পান।

রুক্মিণী। হাঁ—তা তিনি কি যাবেন?

লবঙ্গ। কেন যাবেন না? বল্‌লে অবশ্যই যাবেন।

রুক্মিণী। যদিও যান্, তিনি গুচিয়ে ত বল্‌তে পারবেন না।

লবঙ্গ। তুমি এক খানি খুব্ ভাল করে পত্র লেখ, এই দোত কলম নেও, আমি চিত্রাদ্বারা সেই ব্রাহ্মণটীকে ডাকিয়ে আনি।

রুক্মিণী। সে কি সখি, আমি তাঁকে কেমন করে পত্র লিখ্‌বো? কুলস্ত্রীর লজ্জাই আবরণ, তা যদি আমি পরিত্যাগ করি তা হলে অন্যে উদিগে থাক

তিনিই যে আমাকে ঘৃণা কর্‌বেন। না ভাই তা আমি পার্‌বো না, আর যা বলো।

লবঙ্গ। সখি, উৎকট রোগের উৎকট চিকিৎসা। যে বিষ প্রাণনাশ করে, রোগবিশেষে সেই বিষই আবার পরম ঔষধ হয়। তা এখন ভাই লজ্জা পরিত্যাগ করাই তোমার এ রোগের চিকিৎসা। এ না হলে এখন আর অন্য উপায় কি আছে?

রুক্মিণী। আমি ভাই কেমন করে লিখ্‌বো—কি লিখ্‌বো—কিছুই ভেবে স্থির কত্তো পাচ্যিনে। তবে তুমি ভাই বলে দেও আমি না হয় লিখি।

লবঙ্গ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) প্রিয়সখি, প্রেমের ভাষা কাকেও শিখিয়ে দিতে হয় না।

রুক্মিণী। তুমি ভাই যা বলো, তাই করি তবে। (পত্র গ্রহণ)।

লবঙ্গ। হাঁ লেখ, একটু শীঘ্র লেখ, আমি এলেম্ বলে।

[প্রস্থান।

রুক্মিণী। (স্বগত) তিনি সকলের অন্তর্যামী, সকলি জান্‌চেন, তাঁকে আমি কি জানাবো—লিখি—সখী বললে। (পত্র লিখন)।

(কিঞ্চিৎ পরে লবঙ্গলতার প্রবেশ।)

লবঙ্গ। কৈ, লেখা হয়েছে ?

রুক্মিণী। হাঁ সখি, এই লিখ্‌লেম, কি হলো বুঝ্‌তে পারিনে, পড়ে দেখ দেখি ভাল হলো কি না।

লবঙ্গ। (পত্রপাঠ করিয়া আহ্লাদে) বেশ হয়েছে, উত্তম হয়েছে। তুমি যে বল্‌ছিলে সখি, আমি পার্‌বোনা, এখন দেখ দেখি কেমন ভাবের পত্র খানি হয়েছে, এপত্র পেলে কি আর তাঁর মন সুস্থির থাক্‌তে পার্‌বে ?—সে ব্রাহ্মণও এলেন বলে।

রুক্মিণী। (স্বগত) আর একটা কথা লিখ্‌লে ভাল হতো—দিই লিখে (লবঙ্গলতার হস্ত হইতে পত্র লইয়া প্রকাশে) রসো ভাই, কাটাকুটি হয়েছে, পরিষ্কার করে তুলে দিই। (অন্যপত্রে উত্তোলন)।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (আহ্লাদে স্বগত) আজ সংক্রান্তি, রাজকন্যা ডেকেচেন, এই পূর্ব্বাহ্নটাই দানের প্রশস্ত সময়, তবে বামনে কপাল বলাও যায় না, যাই দেখিই না কি হয় (অগ্রে আসিয়া) কৈ গো। রাজকন্যে, ব-ব-বলি বড় দা-দা-দাতার মেয়ে বা-বাছা তুমি, তোমার অ-অ-অন্নেই আমি প্রতিপালিত, তা

হে-হে-হেদ্দেখ—বড়ই কষ্ট—ব্রাহ্মণীর তো আ-আ-আর নাই, যতক্ষণে আমিই নে গে দিব। আর শা-শা-শা-শাস্ত্রেও লিখেছে, দানংপরতরং নহিং। (রুক্মিণী উঠিয়া প্রণিপাত) এস মা এস, ম-ম-ম-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। আহা! এমন সু-সুশীলা মেয়ে কোথাও দেখি নাই; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। ত-ত-ত-তবে বাছা বস্‌বো কি?

লবঙ্গ। ব্রাহ্মণঠাকুর, আপনাকে একবার দ্বারকা-পুরীতে যেতে হবে, এই পত্র খানি—

ধন। (আহ্লাদে) আঁ, আঁ-প-পত্র! তা দেও, দেও বাছা। দ্বা-দ্বারকাতে কি শ্রাদ্ধ? বসুদেবের কি কাল হয়েছে? দেও, কি-কি-কিঞ্চিৎ লাভ হবে এখন বুঝ্‌তে পাচ্যি।

লবঙ্গ। এ শ্রাদ্ধের পত্র নয়।

ধন। তবে কি বি-বি-বিবাহ?

লবঙ্গ। না, এ নিমন্ত্রণের পত্র নয়, রাজকন্যা দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণকে কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এই পত্র লিখেছেন, সেখানথেকে এর প্রত্যুত্তর আপ-নাকে আন্‌তে হবে।

ধন। (সবিষাদে) নি-নি-নিমন্ত্রণ নয়! তবেই তো! এ-ক-ক কর্ম্ম আর কা-কা কারু দ্বারা করালে

হয় না। হ্যাদেখো, আ-আমার এই বৃদ্ধ বয়স, ত-ত-ত দূর কি আমি যেতে পা–পার্‌বো ? বিশেষত আ-আমার একটু ক-ক-ক-কর্ম্মান্তর আছে, তা-তাই তাই বলি।

লবঙ্গ। না, তা হবে না, একর্ম্মটী আপনাকেই কর্‌তে হবে।

ধন। ব-ব-বটে ?—তা কা-কাল গেলে হয় না ?

লবঙ্গ। না, এখনি যেতে হবে।

ধন। ত-ত-তবে একবার ব্রা-ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখাটা ক-ক-করে বলে আসিগে।

লবঙ্গ। না না, আর ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখায় কায নাই ; কি জানি আবার যদি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলে দ্বারকায় যাওয়াই ঘুরে যায়।

ধন। না না, তা-তা-তা হবে না, যা-যা-যা-বো বৈ কি। দেও, প-পত্র দেও।

রুক্মিণী। ঠাকুর এই পত্র নেন, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই হাতে দিবেন ; আর দেখুন্ ঠাকুর, অপর কারো নিকটে যেন এ কথার প্রসঙ্গও না হয় এই আমার বিশেষ অনুরোধ। (পত্রার্পণ ও প্রণাম)।

ধন। তা-তা–তা আর ব-ব-বল্‌তে হবে না। (পত্র লইয়া স্বগত) কি করি ? গে-গেলে সেখানে যত

লাভ ভাব হবে তা বু-বুঝ্‌তে পাচ্চি ; কিন্তু আবার যদি না যাই নৈবেদ্য বন্ধ হবে ; বি-বিষম বিপদে পড়্‌লেম। হুঁ আমি তখনি ভেবেছি বামণে কপাল— এতে ভ-ভদ্রতা নাই।

লবঙ্গ। ও ঠাকুর, কি ভাব্‌চো? বিলম্ব কচ্চো কেন? যাও না, ব্রাহ্মণী বিধবা হবেন না, ভয় নাই। আর দেখ, তোমার শ্রম নিতান্ত বিফল হবে না।

ধন। না এ-এই যে যাচ্চি, (বিরক্তভাবে স্বগত) কৈ, পথখরচের দুটো পয়সাও তো হোলো না দেখ্‌চি। তা বোধ করি সেই কৃষ্ণের উপর বরাতই বা এই পত্রে দিয়ে থাক্‌বেন। তিনি ব্যক্তিটে বড়, তা হলে কিছু অধিক পেলেও পেতে পারি ; যাই হোক্, এখন যেমন করে পারি যেতেওতো হবে। (প্রকাশে) চ-চ-চল্লেম তবে। দুর্গা দুর্গা।

[প্রস্থান।

রুক্মিণী। ব্রাহ্মণঠাকুর সেখানে যাবেন্ তো ?

লবঙ্গ। যাবেন বৈ কি।

রুক্মিণী। কৈ সন্তোষ পূর্ব্বক তো স্বীকার কর্‌লেন না।

লবঙ্গ। ব্রাহ্মণের সন্তোষ কিছু পেলেই, নৈলে

ও জেতের কি সন্তোষ আছে। তা সে কথারও তো একরূপ ইঙ্গিত করে দিলেম।

রুক্মিণী। হাঁ তা আমি ওঁর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ কর্‌বো। সে যা হোক, দেখ সখি—আমার মনে এখন বড় আশঙ্কা হচ্চে; আমি মনের ব্যাকুলতায় লজ্জা খেয়ে স্বয়ং পত্র পর্য্যন্ত লিখ্‌লেম, যদি শ্রীকৃষ্ণ অশ্রদ্ধা করেন, ঘৃণা করেন?

লবঙ্গ। প্রিয়সখি, তাও কি হতে পারে? তিনি এর একটা উপায় কর্‌বেনই করবেন, তুমি ভাব্‌না করো না। চল, স্নান কর্‌তে চল, বেলা অধিক হয়েছে।

রুক্মিণী। তা তাঁর মনে কি আছে কে বল্‌তে পারে (দীর্ঘনিশ্বাস)।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বারকাপুরীর নির্জ্জন-গৃহ।

(শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট, কঞ্চুকী দণ্ডায়মান।)

কৃষ্ণ। কেমন, পিতার প্রকোষ্ট হতে সম্বাদ এনেছ? তিনি এখন ভাল আছেন? মা ভাল আছেন তো?

কঞ্চু। আজ্ঞা হাঁ, তাঁরা উভয়েই ভাল আছেন।

কৃষ্ণ। দেখ জয়ন্ত, আমি অন্যকর্ম্ম বশতঃ সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকি, তাঁরা প্রাচীন হয়েছেন, তুমি সর্ব্বদাই তাঁদের শারীরিক কুশলের বিষয় আমাকে সম্বাদ এনে দিবে। এখন তাঁরা কি কচ্যেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা দেবর্ষি এসেচেন, তাঁরই সঙ্গে কথোপকথন হচ্যে।

কৃষ্ণ। (স্বগত) দেবর্ষি নারদ! তিনি কেন এসেচেন! বোধ করি কোন একটা ব্যাপার থাকবে। (প্রকাশে) আচ্ছা তুমি এখন যাও।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) দেবর্ষি যখন এসেচেন তখন

কি একটা কাণ্ড আছে, সন্দেহ নাই। আমার নিকটে একবার আস্‌বেনই এখন, তা হলেই——এই যে আস্‌চেন।

(ভজন গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ।)

রাগিণী সিন্ধুপিলু। তাল ঠুংরী।

কেশব কুঞ্জ-বিহারী গিরিধারী।
দীনদয়াময় দৈবকী-নন্দন,
কংসবিনাশন কালিয়-গঞ্জন,
গোপীজন মনোহারী, শুভকারী॥
পীতাম্বর নব নটবর নাগর,
রাস রসিক রসসাগর সুন্দর,
দানব-দলন মুরারি বনচারী॥

কৃষ্ণ। আসুন্ দেবর্ষে আসুন্ আসুন্!!

নারদ। হাঁ ঠাকুর এলেম, অনেক দিন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, তা বলি একবার দ্বারকায় যাই, কেমন পুরীটী নির্ম্মাণ হয়েছে দেখে আসি। তা আমি এসেছি অনেকক্ষণ। তোমার পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লেম, তার পর পুরীর শোভাও সকল সন্দর্শন করা হলো।

কৃষ্ণ। (ঈষৎহাস্য বদনে) দেখ্‌লেন কেমন বলুন্।

নারদ। হাঁ, দেখ্‌লেম; এমন নিতান্ত মন্দই কি?

কৃষ্ণ। নিতান্ত মন্দ নয়, এ কথায় বোধ হয় নিতান্ত ভালও হয় নাই।

নারদ। ভালই কেমন করে বল্‌বো? কেবল মণিরত্নেই কি গৃহের শোভা হয় ঠাকুর? রমণী-রত্ন কৈ? প্রধান উপকরণ যখন হয় নাই তখন গৃহ শোভা পাবে কেন? গৃহিণী থাক্‌লে তবে গৃহের শোভা।

কৃষ্ণ। দেবর্ষি, আপনি যা বল্‌চেন আমি বুঝেচি; বিবাহ করা আপনার অভিপ্রায়, (ঈষৎহাস্য মুখে) তা কি করে বিবাহ করি, লোকে যে আমাকে কালো বলে মেয়ে দেয়্ না।

নারদ। কালো বলে মেয়ে দেয় না? তা এক কর্ম্ম কর না।

কৃষ্ণ। কি কর্ম্ম?

নারদ। এখন কেউ কেউ শুভ্রকেশ দ্রব্যগুণে কালো কোরে থাকে, এমন দেখা যাচ্যে—তা তুমি কালো গায়ে কোন দ্রব্য দিয়ে কি সুন্দর হতে পারো না?

কৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া) না না, রহস্য নয়, যথার্থ কথা; কন্যা যোঠে কৈ; আমাকে বিবাহ কর্‌তে কোন্

মেয়ে স্বীকার কর্‌বে? আমার যে রূপ, এতে আমি কার মন ভুলাতে পার্‌বো বলুন্ দেখি?

নারদ। (সহাস্য বদনে) হাঁ তা বটে, স্ত্রীলোকের মন ভুলবার বিষয়টা তুমি বিশেষ জান না; হুঁ! সে যাই হোক, আমি তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি আর ও বিষয়ে উপেক্ষা করো না, এর পর কার্ত্তিকের মত হয়ে থাক্‌তে হবে, ওকর্ম্ম আর হবে না। আর এক কথা বলি, তোমার পিতামাতার সঙ্গে আজ্ সাক্ষাৎ হলো, তাঁরা বিস্তর ক্ষোভ কর্‌লেন; বল্‌লেন্ দেবর্ষি, পুত্র হয়ে যা কর্‌তে হয় আমার কৃষ্ণ সকলি করেছেন, আমাদিগের চির-বন্ধন মুক্ত করেছেন, শত্রু বিনাশ করে যশস্বী হয়েছেন, অপূর্ব্ব পুরীও নির্ম্মিত হয়েছে, কিন্তু আমরা চির-দিন পুত্রবধূ মুখ দর্শনে কি বঞ্চিত থাক্‌বো? সে বিষয়ে কৃষ্ণের মনোযোগ নাই কেন, বোল্‌লোদেখি কৃষ্ণকে?

কৃষ্ণ। এই কথা আমার পিতামাতা আপনাকে বল্‌লেন?

নারদ। হাঁ, পরিহাস নয়।

কৃষ্ণ। আপনি তাঁদের কি বল্‌লেন।

নারদ। আমি তাঁদিকেই অনুযোগ কল্যেম,

আর বল্যেম যে এ বিষয়ে আপনাদেরই বা চেষ্টা কৈ ? কৃষ্ণ তো আর আপনি উদ্যোগ কত্যে পারেন না ; সে দিন তবু কৃষ্ণ আমার হাত ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর আমাকে বল্‌লেন, দেখুন্‌ দেবর্ষি, আমি এত বড় হয়েছি তথাপি আমার পিতামাতা আমার বিবাহের নামটীও মুখে আনেন না !

কৃষ্ণ। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি ঠাকুর ! আমি তোমাকে এমন কথা কবে বল্যেম ?

নারদ। না, তা তো বলোই নি। কিন্তু সে সময় ঐ কথা বলে তাঁদের উপর দোষ না দিয়ে আর বলি কি ?

কৃষ্ণ। ছি ! ছি ! ! আপনি এমন মিছে কথা কেন বল্যেন। আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হচ্যে, এমন কথায় তাঁরাই বা ভাবুলেন কি ?

নারদ। তবেই হয়েছে ! দেখ আমার বোধ হচ্যে তোমার কখনই বিয়ে হবে না।

কৃষ্ণ। কেন, বিয়ে হবে না কেন ?

নারদ। কি করে হবে ? লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না, তার মধ্যে কতক মিথ্যা হয় কতক বা সত্য হয়, কিন্তু এই একটী মিথ্যা কথাতে যে এত বিরক্ত হয়, তার কখন বিয়ে হয়ে থাকে ?

কৃষ্ণ। (সহাস্য মুখে) তাই বটে।

নারদ। বটে কিনা বিবেচনাই কর না; আমি ও কথা বল্‌লেম কেননা তা হলে তাঁরা আরও ভালো করে চেষ্টা চরিত্র কর্‌বেন, তা না কর্‌লে কি অমনি বিয়ে হয়?

কৃষ্ণ। তা অমন মিছে কথা বলে আমাকে লজ্জিত কর্‌লেন কেন? বরং কোথায় চেষ্টা কর্‌বেন তাই কেন বল্‌লেন না? তাতো পারেন্ না।

নারদ। কেন তার অভাব কি, আমাকে বলনা, আমিই ঘটকালি কচ্চি। বিদর্ভ দেশের ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী, এমন রূপে গুণে মেয়েটী আহা! তোমাকে বল্‌বো কি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কৃষ্ণ। (স্বগত) সেকি রুক্মিণী! যাঁর রূপ গুণের কথা এতো লোকের মুখে শ্রবণ করেছি, ইনি যে তাঁরই নাম কচ্চ্যেন। আমার মনোগত নায়িকাই বটে, কিন্তু এঁর নিকটে এখন কিছু ভাঙা হবে না।

নারদ। কৈ উত্তর করোনা কেন? বল তো আমি সেখানে যাই স্থির করে আসি গে।

কৃষ্ণ। না না হঠাৎ সেখানে যাওয়াটা ভাল হয় না; বিশেষত ভীষ্মকের পুত্রেরা আমার দ্বেষ্টা, কি হয় না হয়, এখন কাজ্ কি ও কথায়।

নারদ। তবেই হলো; আমি যা বলেছি তাই আর কি; যার এত লজ্জা, এত মান ভয়, তার কি কখন বিয়ে হয়? তা থাক্, আমি এখন চল্‌লেম,—আমাকে একবার বিদর্ভদেশে যেতে হবে।

কৃষ্ণ। এই সর্ব্বনাশ করে, বলি এখন ওসব কথা যেন সেখানে কিছু না বলা হয়।

নারদ। না আমার ওসকল কথায় প্রয়োজন কি? আমার এমন স্বভাব নয় যে আমি ওর কথাটী এরে এর কথাটী ওরে বলে বেড়াই; আমি মুনি ঋষি লোক, আমার ওতে প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণ। হাঁ, তা সত্যইতো, আপনার এমন স্বভাব কে বলে; তা বিদর্ভে এখন কি কর্‌তে যাবেন?

নারদ। যাবো, আমার কি আর কিছুই কর্ম্ম নাই।

কৃষ্ণ। কি কর্ম্ম তাই বলুন্ না শুনি?

নারদ। সে কথা শোনার প্রয়োজন কি, আমি চল্‌লেম। ফলে তোমার বিয়ে কোন কালে হবে না এই সার কথা আমি বলে গেলেম—দেখো।

[নারদের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণ আবার কি গোল-যোগ করে দেখ। এখন কি করা যায়;—রুক্মিণীকে

পাবার উপায় কি? তাঁর ভ্রাতারা আমার দ্বেষী, তারা তো ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই আমার সঙ্গে বিবাহ দিবে না, আর রুক্মিণীর মন আমাপ্রতি কি রূপ তাওতো বিশেষ জান্‌তে পাচ্চিনে; তাঁর নিমিত্তে আমার মন যেমন ব্যাকুল হয়েছে তাঁর কি তা হয়েছে? কেনই বা হবে; হয়তো আমার নাম পর্য্যন্তও তিনি শুনেন্ নাই। সেই রুক্মিণী গৃহ-পিঞ্জরের অবরুদ্ধ নায়িকা, তিনি আমাকে কি করে জান্‌তে পার্‌বেন? এখন কি করি? দেবঋর্ষিও তো গেলেন।—(চিন্তা)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। ভগবন্! বিদর্ভদেশ থেকে একটী প্রাচীন ব্রাহ্মণ এসে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, আপনকার সন্দর্শন প্রার্থনা কচ্যেন।

কৃষ্ণ। (সোৎসুকে) কি বিদর্ভদেশ থেকে এসেছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা।

কৃষ্ণ। এখানেই সঙ্গে করে নিয়ে এস।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ আবার কি? বিদর্ভ থেকে ব্রাহ্মণ এসেছেন কেন? আমার কাছে কিছু অর্থ প্রার্থনায় কি এসেছেন?—না, তা বোধ হয় না, এখন তো কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত নাই। রাজা ভীষ্মক কি পাঠিয়ে দিয়েছেন? ব্রাহ্মণকে কেন পাঠাবেন? হয়তো বিবাহেরই বা কোন কথা হবে,—না না তাই বা কি করে হতে পারে, ওটা কেবল আমার মনঃ-কল্পিত সম্ভাবনা, ও কখনই সম্ভবে না। তাঁর পুত্রেরা আমার বিষম বিদ্বেষী; তাদের অসম্মতিতে তিনি কি ব্রাহ্মণকে পাঠাবেন? কিছুই বুঝতে পাচ্যিনে—আসুন্, এলেই বোঝা যাবে এখন।

(কঞ্চুকীসহ ধনদাসের প্রবেশ।)

কঞ্চু। আসুন্, এই পথ দিয়া আসুন্।

ধন। চচ-চল বাবা! (স্বগত) ওঃ, কৃষ্ণের কি বিষয় হয়েছে! আশীর্ব্বাদী কবিতাটীর তিনটে চরণ হয়েছে একটা বাকী,—জয় মা স্বরসতী—হয়ে যাবে এখন। (প্রকাশে) কৈ কৃষ্ণ কৈ কোথায়?

কঞ্চু। ঐ যে উপবেশন কোরে আছেন, অগ্রে যান্।

ধন (অগ্রে গিয়া দেখিয়া) এই যে আঃ, বসুদেবের কিবা পুণ্য! পুত্রে যশে নরশ্চ পুণ্য লক্ষণং!

কৃষ্ণ। (অতি সমাদরে) আসুন্! আসুন্! আস্‌তে আজ্ঞা হয়, প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

ধন। (হস্তোত্তোলন করিয়া) ব-বলি একটা আ-আশীর্ব্বাদী কবিতা করা হ-হয়েছে,—অকালং কালং কুষ্মণ্ডং রা-রাজতে সারমানবৎ। তব কৃষ্ণ পরং ব্রহ্মং (কিঞ্চিৎ কাসিয়া) চ-চবাতুহি চ-চ-চবাতুহি॥ অর্থাৎ কিনা, তুমি পরং ব্রহ্ম, কি না তুমিই ব্রহ্ম, —কৃষ্ণঃ কিম্ভূতঃ, কিনা রা-রাজতে সা-সারমানবৎ, অর্থাৎ টা কি—ম-মনোযোগ কর্‌লে না, কৃষ্ণ শোভা পাচ্চ্যো—সার পেলে যেমন মান বাড়ে তেমনি তুমি। এখানে মান শব্দের শ্লেষটা বুঝে যেয়ো, অর্থাৎ এক পক্ষে তো-তোমার মান, কি না স-সম্ভ্রম-বৃদ্ধি, আর অপর পক্ষে মা-মা-মানকচু।

কৃষ্ণ। (ঈষৎহাস্যমুখে) থাক্ থাক্ আর অর্থ কর্ত্তে হবে না।

ধন। না না, অ-অর্থ না করি বাবা, বাক্যার্থটা শোন ব-বলি—ব্রহ্মস্বরূপ যে বর্ণনাটা ক-করা হলো, কৃষ্ণ তু-তুমি ব্রহ্ম, য-যদি বল ব্রহ্ম কালো কেন? তাই ব-বলেছি এই অকালং কালং কু-কুষ্মণ্ডং, কি না ব্রহ্মাণ্ডং, কোন কোন কুমড়ো দে-দেখ্‌তে কা-কা-কালো দেখায়, কিন্তু তা-তার ভিতরে অ-অকালং শুভ্রং,

কি না শ্বেত বর্ণং। আর চ-চ-চবাতুহি চ-চ-চবাতুহি ইটী পা-পা-পাদ পূরণে, তাতো বু-বু-বুঝেইছো।

কৃষ্ণ। (হাস্যবদনে) আর কেন, বসুন্, বেলাটা অধিক হয়েছে; আহারাদি হয়েছে তো?

ধন। (বসিয়া) আঃ! আহারাদির ক-ক-কথা জিজ্ঞাসা কচ্চো? আ-আহারাদিটা পথে ঘ-ঘটে ওঠে নাই।

কৃষ্ণ। (ব্যস্ত ভাবে) কি! আহার হয় নাই? (কঞ্চুকীর প্রতি) এক জন ভৃত্যকে ডাকো?

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বিদর্ভ থেকেই আপনার আসা হলো?

ধন। হাঁ, বলি আ-আশীর্ব্বাদটা ক-করে যাই।

কৃষ্ণ। হাঁ তা ভালই তো।

(কঞ্চুকীর সহিত ভৃত্যের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। (ভৃত্যের প্রতি) অরে, ঠাকুর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছেন, পাখা খানা আমাকে দে দেখি। আর দেখ্, ঠাকুরের আহার হয় নাই; তুই কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী শীঘ্র নিয়ায়।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান

(কৃষ্ণ তালবৃন্ত দ্বারা ব্রাহ্মণকে বীজন।)

ধন। এতকাল পড়া শুনটা করা হ-হয়েছে, আ-আপনার কাছে প-পরিচয়টা ছিল না, তাই বলি একবার আ-আশীর্ব্বাদটা করে আসি।

কৃষ্ণ। অগ্রে আহারাদি করুন্, শাস্ত্রের আলাপ হবে এখন; আর আপনার বিদ্যার পরিচয়ের অপেক্ষাও বড় নাই, যে কবিতা পাঠ করেছেন তাতেই বিলক্ষণ বোঝা গেছে। এখন একটু সুস্থ হোন্; এতটা পথ এসেছেন, বিশ্রাম করুন্।

ধন। আঃ! বাবা আমার সকল শ্রম দূর হয়েছে; আ-আপনার সৌজন্য আর বিপ্র-ভক্তি দেখে শ-শরীর সুশীতল হয়েছে। (স্বগত) বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।

(আহার-সামগ্রী লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও তৎপ্রদান।)

কৃষ্ণ। আহার করুন্ আপ্নি।

ধন। (দেখিয়া পরমাহ্লাদে) ইঃ! এ-এত সামগ্রী। (একবার ঘটীর প্রতি দৃষ্টিপাত) বলি এত সামগ্রী তো আ-আমি খে-খেতে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। পার্‌বেন বৈ কি, সব খেতে হবে।

ধন। (হৃষ্টচিত্তে) সব খেতে হবে, তাইতো, এত কি খেতে পার্‌বো; (স্বগত) তোলাটা কিছু অসভ্যতা, তাহোক্, দেখ্‌তে না পেলেই হলো, ও যখনি অন্য দিকে চাবে, তখনি ঘটীর মধ্যে ফেল্‌বো। (ভোজনারম্ভ) ব-বলি এটা কি?

কৃষ্ণ। ওটা চন্দ্রপুলী।

ধন। চন্দ্রপুলী! ঠিক্ কথা, কেমন চ-চন্দ্রের ন্যায় আকার। (স্বগত) আহা এ চন্দ্র ব্রাহ্মণীর মুখ-মণ্ডলে উদয় হলো না, কেবল এই রাহুগ্রাসে পড়্‌লো। (প্রকাশে) এদিগে অল্প রাঙা রাঙা শা-শালগ্রামের আকৃতি এ-এগুলি কি?

কৃষ্ণ। ওর নাম রসগোল্লা।

ধন। র-রসগোল্লা কি একেই ব-বলে? (ভক্ষণ করিয়া) উঃ! এতে এত রস, এমন সুরস সা-সাম-গ্রীতো কখনও খাওয়া যায় নাই। (স্বগত) রস-গোল্লা, আমার মুখে এ রস কেবল গোল্লাই গেল, ব্রাহ্মণীকে তো দিতে পাল্যেম না।

কৃষ্ণ। খাউন না, এগুলি খাউন্ দেখি, এ মনো-হরা, এগুলি মনোরঞ্জন।

ধন। আহা! কি সু-সুন্দর নামগুলি, শু-শুন্‌লেই কর্ণ জু-জুড়ায়, আর খেলে পেট জুড়োবে তার আর

আ-আশ্চর্য্য কি! (স্বগত) আর তো খাওয়া যায় না। পোড়া কপাল! এমন সব সামগ্রী রুচ্‌বে কেন, তা যা থাকে অদৃষ্টে, ব্রাহ্মণীর জন্যে এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী কিছু নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু তুল্‌তে গেলে যদি দেখ্‌তে পায়! আঃ—তা পেলেইবা, ব্রাহ্মণের ও স্বভাব আছে সকলেই জানে, তবে পাছে দ্বার-পাল বেটারা ঘটীটে ধরে শেষে টানাটানি করে? তা কি পার্‌বে?—না! ভাল, দেখাই যাক্ না।

কৃষ্ণ। ও ঠাকুর! আপনি ভাব্‌চেন কি?

ধন। না এমন কিছু নয়, এই তো-তোমার পু-পুরীর শোভাটা ভাব্‌চি (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) তা হ্যাঁ দেখ বাবা, ঐ যে উপরের ছাদ, ওটাও কি স্বর্ণ দিয়ে নির্ম্মাণ করা? (কৃষ্ণের ঊর্দ্ধে দৃষ্টি ও সেই অবসরে ব্রাহ্মণের জলপাত্রে মিষ্টান্ন সমর্পণ এবং সহসা আচমনে উদ্যত।)

কৃষ্ণ। ও কি! আচমন কচ্যেন্ যে, কি খাওয়া হলো? আর কিছু খেতে হবে।

ধন। য-যথেষ্ট খা-খাওয়া হয়েছে বাবা, এই দেখ না, পাত সাবাড় হয়েছে, আর কিছু খেতে পার্‌বো না।

কৃষ্ণ। (জলপাত্রের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া

হাস্যমুখে) হাঁ তা বটে, তা আর কিছু আনিয়ে দেব কি ?

ধন। না না আ-আ-আর কেন ? (স্বগত) ও কি দেখ্‌তে পেয়েছে নাকি ?—আঃ! পেয়ে থাকে পেয়েইছে। (আচমন ও তাম্বুল ভক্ষণ।)

কৃষ্ণ। তবে আসা হলো কি মানসে, বলুন্ শুনি ?

ধন। না, মা-মানস এমন কিছুই নাই, ব-বলি একবার আশীর্ব্বাদ করে আসি।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদ! এই কথাই বল্‌চেন, তবে যা মনে করেছিলাম তা নয়, কিছু ভিক্ষা কর্‌তে এসেছেন। দেখি দেখি একবার বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করে। (প্রকাশে) ঠাকুর! বলি, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের সম্বাদ জানেন, তিনি ভাল আছেন, তাঁর পুত্র কন্যা সকলে ভাল আছেন তো?

ধন। (স্মরণ করিয়া) হাঁ, হাঁ! ওঃ বিস্মৃত ছিলেম, আ-আপনার নামে একখানি প-পত্র আছে। (পত্র প্রদান।)

কৃষ্ণ। (পত্র খুলিয়া স্বগত) একি! রুক্মিণী স্বয়ং যে, আমি মনে করেছিলেম ভীষ্মক বুঝি লিখেছেন। (ধনদাসের নিদ্রাবেশ।)

কৃষ্ণ। (ত্রস্তভাবে পত্রপাঠ) দীননাথ! শুনেছি

কেহ মহৎবিপদগ্রস্ত হলে—আপনার পদাশ্রয়—তাকে না কি রক্ষা——এ দাসী ঘোর বিপাকে——স্ত্রী জাতির লজ্জা প্রধান তথাপি———পিতা বৃদ্ধ——পুত্রের প্রতি রাজ্যভার———কিন্তু ভ্রাতা নিষ্ঠুর হয়ে দুর্বৃত্ত শিশুপালের হস্তে আমাকে——যাবজ্জীবনের অভিলাষ———নির্ম্মূল হয়———অপার বিপদ-সাগরে পতিত, করুণা করে যদি হস্ত গ্রহণে উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। শ্রীচরণে শরণাগত হলেম——যে বিহিত করিবেন ইতি———(পত্র-পাঠান্তে কিঞ্চিৎ চিন্তা) "হস্তগ্রহণে উদ্ধার," এতো প্রকারান্তরে পাণিগ্রহণেরই ইঙ্গিত। "ভ্রাতা নিষ্ঠুর," "দুর্বৃত্ত শিশুপালের হস্তে সমর্পণ"— সে কি? তা তো কখনই আমার জীবন থাকতে হবে না?

ধন। (নিদ্রাবস্থায়) ব্রাহ্মণী, ও ব্রাহ্মণী, এই এমন র-রসগোল্লা!

কৃষ্ণ। (স্বগত) ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হয়েছে; স্বপ্ন দেখ্‌চ্যে (পুনর্ব্বার পত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) "শ্রীচরণে শরণাগত হলেম।"—আহা, কি মধুর বচন, কি কোমল প্রকৃতি! (বক্ষঃস্থলে পত্রধারণ করিয়া) রুক্মিণীর মনোগত অভিপ্রায় না জান্‌তে পেরে আমি চিন্তিত হয়েছিলেম, এইতো তাও

জানা হলো, এখন কি করা যায়। একটা বিরোধের সম্ভাবনা; (চিন্তা করিয়া) যাই হোক্ আমাকে যেতে হবে।

ধন। (নিদ্রাবস্থায়) ঐ যাঃ? ঘ-ঘটীটে ফে-ফেলে এলেম্। (চমকিত ও জাগরিত হইয়া) আ-আ-আঃ।

কৃষ্ণ। কি ঠাকুর, নিদ্রা ভঙ্গ হলো?

ধন। হাঁ বাবা, প-প-পথশ্রমটা হয়েছে তাই একটু—অলস বোধ হয়েছে। তোমার পত্র পা-পাঠ হলো?

কৃষ্ণ। হাঁ, পত্র পাঠ কল্যেম।

ধন। তা-তা-তার পর পত্রের উত্তর?

কৃষ্ণ। আপনি বল্‌বেন গিয়ে, যে—না! আমিই সেখানে যাচ্যি; আর উত্তর কি লিখ্‌বো? (কঞ্চুকীর প্রতি) জয়ন্ত! সারথীকে আমার ব্যোমযান প্রস্তুত কর্‌তে বলো গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যত।)

কৃষ্ণ। আর শোন, এই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, সারথিকে বলো অন্য রথে করে এঁকে এখনি বিদর্ভে পাঠাইয়া দেয়।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা! আসুন্ ঠাকুর মহাশয়।

ধন। আ-আমি তবে বি-বিদায় হবো?

কৃষ্ণ। আজ্ঞা হাঁ! প্রণাম করি, আমিও সত্বর যাচ্চি। (প্রণিপাত।)

ধন। তা দেখ বাবা, র-রথে আমার ভ-ভ-ভ-ভয় করে, ঘ-ঘ-টীটী পড়ে যাবে; আমি হেঁটে—

কৃষ্ণ। না না হেঁটে অনেক পথ যেতে পারবেন না; ভয় কি! যাউন্।

ধন। (উঠিয়া স্বগত) কৈ কিছুই হলো না যে; অমনি কেটো প্রণামে বিদায়। না, বোধ হয় তা করবে না, বড় মানুষ কি হাতে করে দেয়, রথে উঠিগে, পাঠিয়ে দিবেন এখন।

[কঞ্চুকীর সহিত ধনদাসের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (স্বগত) আমি অস্ত্রগৃহে যাই, সুসজ্জ হয়ে যাওয়াই কর্ত্তব্য, আমি একটু অগ্রসর হই, আর দাদাকে বলে যাই তিনি কতক সৈন্য সামন্ত লয়ে পশ্চাতে যাবেন এখন।

[প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সঙ্গীত-শালা।

(লবঙ্গলতা ও কুসুমলতার সহিত রুক্মিণী উপবিষ্টা।)

লবঙ্গ। রাজকন্যে, ও কি কথা? তোমাকে—অন্যমনা কর্‌বার নিমিত্ত আমরা এখানে আন্‌লেম, এখানে এসেও আবার ঐ কথা বল্‌তে লাগ্‌লে? ওকথা কি মুখে আন্‌তে আছে? একটু স্থির হও ভাই, দেখ সকল বিষয়েই ধৈর্য্য অবলম্বন আবশ্যক। আমি তোমাকে একটী নূতন গান শোনাই, কুসুমলতা! তুমি ভাই ঐ তব্‌লাটা নেওতো।

সঙ্গীত।

রাগিণী কাফীসিন্ধু—তাল যৎ।

প্রেম বিনে অবলার, সখীরে কি ধন আছে আর,
ভুবন মাঝে তার্।

যে জন সোঁপেছে, প্রেমিকে প্রাণ,
সে জানে প্রেমেরি গুণ,
লোকলাজ ভয়, কুল-শীল-মান,
ভাবে না সে একবার।
যে করে বারেক, এ সুধাপান,
জুড়ায় তার জীবন।
মিছে ধনজন, যৌবন রতন,
এ সুখ অভাব যার॥

রুক্মিণী। হাঁ সখি, ব্রাহ্মণ কি দ্বারকায় গিয়েছেন, তুমি জানো?

লবঙ্গ। গিয়েছেন বৈ কি, আমি চিত্রাকে তখনি তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, সে দেখে এসেছে তিনি গেছেন।

কুসুমলতা। (লবঙ্গলতার প্রতি জনান্তিকে) দেখ, ওরূপ উল্লাস-জনক স্বর অবলম্বনে কিছুই হবে না। দেখ্‌চো না ওঁর মন সেই দিগেই পড়ে আছে?

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) ভাল বলেছ, তবে আমি করুণারসাশ্রয় একটী করে গান গাই, দেখি, তাতেই বা কি হয়। (প্রকাশে) প্রিয়সখি! ভাল, এই একটী অন্যরূপ গান গাই—শোন দেখি। এটী বোধ করি একটু ভাল লাগ্‌তে পারে।

(করুণস্বরে সঙ্গীত।)

রাগিণী লুম্‌ঝিঝিট,—তাল যৎ।

সুজনে মন দানে, উপজে সুখ প্রাণে.
কুজন মিলন, দুখের কারণ,
অকপট প্রেম সমানে।
প্রণয় রতন, প্রেমিকেরি ধন,
অরসিক রস কি জানে।

কেমন প্রিয়সখি শুন্‌লে তো।

রুক্মিণী। (চকিত প্রায়) আঁা কি বল্‌ছিলে?

লবঙ্গ। বলি এ গানটা মনোযোগ করে শুন্‌লে না?

রুক্মিণী। সখি, তোমার গলাটি অতি সুমিষ্ট. গানও উত্তম, কিন্তু ভাই বল্‌তে কি—আমার ওসকল এখন ভাল লাগ্‌চে না। ব্রাহ্মণ এখনো ফিরে এলেন না আমার সেই উৎকণ্ঠা হচ্যে। সখি, আমার মন তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় নবীন জলধর মূর্ত্তি নিরন্তরই ধ্যান কচ্যে।

লবঙ্গ। তাতো আমি জান্‌তে পাচ্যি, আর জানাতে হবে কেন? কিন্তু একটু স্থির হও, কি করবে বলো, ব্রাহ্মণকে পাঠানো গেছে তিনি আসেন এই; অধিক দূর কি না তাতেই বিলম্ব হচ্যে। কুসুমলতা

তুই ভাই একটু বাইরে গিয়ে দেখ দেখি ব্রাহ্মণ এলো কি না। ঐ যে কে আস্‌চে, কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্যে না?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। এখানে কে গো? ও লবঙ্গলতা, ও কুসুমলতা, বিবাহ সভায় সকলেই এসেছেন, বর এসে উপস্থিত হয়েছেন। যুবরাজ আজ্ঞা করলেন, রাজকুমারীকে বিবাহবেশ পরিয়ে অম্বিকাদেবীর মন্দির হতে পূজাদি সমাপন করিয়ে শীঘ্র আনয়ন কর। ——— এই শোন, যেন বিলম্ব না হয়। আমি এখন মহারাজকে সম্বাদ দিতে যাই।

[প্রস্থান।

(বিষণ্ণভাবে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টিপাত।)

রুক্মিণী। সখি, এখনও তোমরা আমাকে বিষ এনে দিলে না? এখনও অপেক্ষা করচো? সেই দুরাচার শিশুপাল এসেছে, সে আমার করস্পর্শ করবে, এই কি তোমাদের ইচ্ছা? সিংহের সামগ্রী শৃগালে লবে? তোমরা কি উপেক্ষা কচ্যো? আমি মনে মনে দ্বারকাপতিকে পতিত্বে বরণ

করেছি, যদিও তিনি গ্রহণ কল্লেন না, এই বলে কি আমি অন্য হস্তে পতিত হবো? (লবঙ্গলতার হস্ত ধারণ করিয়া) হে সখি, তোমাকে মিনতি করি, আমাকে শীঘ্র বিষ এনে দেও, আর বিলম্ব করো না—সখি, তোমাদের সঙ্গে আমার এত প্রণয়, তোমরা আমাকে এত ভাল বাস, সে সকল কি এখন বিস্মৃত হলে? হা আমার কপাল! (রোদন)।

লবঙ্গ। তাই তো, এখন কি করা যায়; কি সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণওতো এখনো ফিরে এলোনা।

কুসুম। বোধ হয় ব্রাহ্মণ আগত প্রায়। অতি দূর পথ, তাই আস্‌তে বিলম্ব হচ্যে।

লবঙ্গ। তা বটে, কিন্তু আর তো সময় নাই। প্রিয়সখি, রোদন করো না, একটু স্থির হও, একটু স্থির হও; আমি গে চিত্রাকে একবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাঠিয়ে দি; দেখে আসুক্ দেখি, এখনো কি ব্রাহ্মণ আসে নাই? কুসুমলতা, তুমি না হয় ঐ বীণাটা একবার বাজাও, দেখ যদি রাজকন্যাকে আর ক্ষণকাল অন্যমনস্ক রাখ্‌তে পারো, আমি আগত প্রায়। (লবঙ্গলতার প্রস্থান ও কুসুমলতার বীণাবাদন)। (প্রত্যাগমন করত) প্রিয়সখি, এই ব্রাহ্মণ আস্‌চেন।

রুক্মিণী। (নয়নজল মুছিয়া ব্যাকুলভাবে)—কৈ, কৈ।

লবঙ্গ। ঐ যে ঐ দেখ না। (সকলের দর্শন।)

(ক্ষুণ্ণভাবে ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (সক্রোধে স্বগত) হুঁ, হতভাগিনীকে অলঙ্কার পরাবো বড় আশা! এখনি অলঙ্কার খোলা হয়েছিল। যে রথের বেগ, উঃ! অপঘাতটা হয় নাই এই যথেষ্ট। লাভ হবে? হুঁ! লাভের মধ্যে গামছাখানিও গেল, ঘটীটীও গেল। আর মিষ্টান্নের তো কথাই নাই।

রুক্মিণী। আসুন্, আসুন্। প্রণাম করি (প্রণিপাত)। কেমন ঠাকুর কি হলো বলুন?

ধন। (ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে) উঃ! হাড় গোড় ভে-ভেঙে গেছে, আর হ-হ-হবে কি বল! আ! আ!—(ভূমিতে উপবেশন।)

রুক্মিণী। কেন? কেন?

লবঙ্গ। কিছু বল্‌চেন না যে; মার্ ধর্ খেয়েচেন না কি?

কুসুম। তাইতো, আহা, হাঁপাচ্যেন যে। ঠাকুর কি হয়েছে বলুন্ না।

ধন। হ-হবে আর কি, সমস্ত পথটা একটা চরকার উপর ব-বসে এসে আমার স-সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়েছে—আ!

কুসুম। ও মা, চরকা আবার কি? চরকায় বসে কেমন করে এলেন?

ধন। আরে ঐ যে র-র-রথ—রথ; ওগুলোতে কি আমরা চড়তে পারি? বাপ!

রুক্মিণী। আমার পত্রের উত্তর পেয়েছেন? বলুন্ না।

ধন। আঁ! আমাতে কি আমি আছি; এই সব বে-বেদনা। (গাত্রপ্রদর্শন।)

লবঙ্গ। কি দায়! বেদনা হয়েছে ভাল হবে; এখন দ্বারকায় যে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তো?

ধন। সাক্ষাৎ?—তা বল্‌চি, একটু স্থির হই আগে। আঃ!

কুসুম। সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা এ বল্‌তেও কি কষ্ট? হাঁ কি না তাই বলুন্ না।

ধন। তোমাদের এত তা-তাড়াতাড়ি কিসের? এই প-পরিশ্রমটা করে এলেন, তোমাদের একটু বি-বিলম্ব স-সয় না।

লবঙ্গ। আপনি এত কথা কচ্যেন, সাক্ষাৎ হলো কি না এটি আর বল্‌তে পারেন না?

ধন। সাক্ষাৎ?—উ! দ্বারকা তো সা-সামান্য দূর নয়।

রুক্মিণী। ঠাকুর, আপনার পায়ে পড়ি, আর বিলম্ব করবেন না; সেখানে যে গেলেন, কি হলো তাই বলুন্।

ধন। কিছুই হ-হলো না। কে-কেবল্ ক-কর্ম্ম-ভোগ মাত্র।

লবঙ্গ। সেকি! কি বলেন্ আপনি—সাক্ষাৎ হয় নাই!

রুক্মিণী। পত্র দেওয়া হয় নাই।

ধন। সে সব হ-হয়েছে, তা হলে কি হবে? অ-অদৃষ্টে না থা-থাক্‌লে তো কিছু হয় না।

রুক্মিণী। (অতি বিষাদিত ভাবে সজল নয়নে জনান্তিকে) সখি, এই তো সকল আশা ভরসাই আমার শেষ হলো——ছি ছি কি লজ্জার কথা। পত্র লেখাটা ভাল হয় নাই, তিনি কি মনে করলেন্, তাঁর রূপ গুণ শ্রবণে আমার মনই তাঁতে আকৃষ্ট হয়েছে, তিনি তো আমাকে জানেন না; পত্র দেখে অবশ্য অগ্রাহ্য করেছেন; কি বাচাল প্রৌঢ়াই বা অনুমান করেছেন। ছি ছি, কি লজ্জার কথা।

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) প্রিয়সখি, তুমি একটু স্থির হও, আমি ভাল করে জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশে ধনদাসের প্রতি) ঠাকুর, বিশেষ করে সকল বলুন্‌তো। আপনি সেখানে গে কিরূপ দেখ্‌লেন?

ধন। দে-দেখ্‌লেম ভাল; প্র-প্রচুর ঐশ্বর্য্য, সো-সোণার অট্টালিকা বা-বাড়ি, মানুষটীও রূপে গুণে কথা বার্ত্তায় অতি উ-উত্তম। আ—আমাকেও য-যথেষ্ট আ-আদর অপেক্ষা করে খা-খাওয়াদাওয়ার উত্তম উত্তম দিব্য সামগ্রী দিলেন; তা-তা-তাতে ভাল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ব-ব-বই নয়। এদিকে হা-হা-হাত্‌টা কিছু ক-কশা। আর ব-ব-বল্‌বো কি বল।

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) প্রিয়সখি! এ ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাচ্য?

রুক্মিণী। (জনান্তিকে) এই ব্রাহ্মণ সেখানে কিছু পায় নাই তাই বল্‌চে না।

লবঙ্গ। মনোযোগ করে শোন না কি বল্‌চেন। (প্রকাশে) তার পর ঠাকুর, কি হলো প্রকৃত তাই বলুন না? সে কথাটা বল্‌তে এতো বিলম্ব কচ্চেনই কেন?

ধন। আরে র-র-রথে চড়ে যেন তা-তা-তাড়া

তাড়ি এলেম, কিন্তু আমার জি-জিবে তো আর আটঘোড়ার র-রথ নেই যে তা-তা-তাড়াতাড়ি কথা তা-তাইতে চালিয়ে দেব।

লবঙ্গ। কি বিপদ্! বলি পত্রখানি তাঁর হাতে দিলেন তো?

ধন। (ঈর্ষান্বিত) হা-হাতে দোবো বৈ কি পা-পায় দোবো?

লবঙ্গ। আপনি রাগ করেন কেন?

ধন। তা, তো-তো-তোমার যেমন কথা।

লবঙ্গ। না না বলি পত্র পেলেন, তবে তার উত্তর লিখিলেন না কেন?

ধন। কেন তা আ—আমি জানি কি। ব-বড় মান্ষের অভিপ্রায় কে বুঝ্তে পারে।

লবঙ্গ। পত্র পড়েছিলেন?

ধন। হাঁ।

লবঙ্গ। পড়ে কিছুই বল্লেন না?

ধন। না—তা-তার পর আমি প-পত্রের উত্তর চা-চাইলাম, তা তিনি বল্লেন এ প-পত্রের আর উ-উত্তর কি লিখ্বো।

রুক্মিণী। (ত্রস্তভাবে জনান্তিকে) ঐ শোন দেখি কি বল্চেন।

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) হাঁ—স্থির হও (প্রকাশে) কি বল্লেন ?

ধন। বল্লেন, পত্রের উ-উত্তর কি লিখ্‌বো। আ—আমাকে সে-সেখানে যে-যেতে হলো—আমি আজই বিদর্ভে যাত্রা কর্‌বো, তু-তু-তুমি বলো। বলে অমনি আমাকে বিদায় করে দিলেন।

লবঙ্গ। শোন প্রিয়সখি, শোন, তুমি কি অগ্রাহ্যের সামগ্রী যে অগ্রাহ্য করবেন ; কৃষ্ণ আস্‌বেন স্বীকার করেছেন।

ধন। কেবল স্বীকার নয়—ত-তখনি সা-সারথিকে র-রথ সজ্জা ক-করতে বল্লেন, বলে আমাকে অন্য র-রথে করে পাঠিয়ে দিলেন।

রুক্মিণী। (সসন্তোষে) কৃষ্ণ আস্‌বেন ? আমার যে এত সৌভাগ্য হবে এমনতো মনে বিশ্বাস হয় না ! আমার চিরদিনের আশা কি পূর্ণ হবে !

ধন। তা-তার পর শুন, আ-আমার দুর্দশার ক-কথাটা—বলি আমি তো র-রথে আস্‌তে কো-কোন রূপেই সম্মত হই নাই ; বলি আ-আমি প-পড়ে যাবো, ঘটীটী গামচাখানি প-পড়ে যাবে, তা যা-যা-ভাব্‌লেম তাই ; শুন্‌লেন না—রথে তুলে দিলেন,

লবঙ্গ। আর শোন্‌বার প্রয়োজন নাই।

ধন। (ঈষৎ ক্রোধে) আ-আর প্রয়োজন থা-থাক্‌বে কেন; আ-আমার এই স-স-সময়ে জ-জল পাত্রটী গেল তা-তার এখন কি হবে?

কুসুম। (সহাস্য মুখে) আর একটী জলপাত্র কি আর হবে না?

ধন। কোথা পা-পাবো? কে দে-দেবে?

লবঙ্গ। ভাল তার জন্যে ভাবনা নাই; আপনি এখন একবার ঘরে যান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন গে।

ধন। ত-তবেই বোঝা গ্যাছে। স-স-সকল লাভই হোলো আর কি! আরে ব্রাহ্মণী কি আমাকে জলপাত্র দেবে? পোড়া অদৃষ্ট আমার যেমন! যাই তবে, এখন এখানে থা-থাক্‌লে আর কি হবে।

[সক্রোধে প্রস্থান।

(কঞ্চুকীর পুনঃপ্রবেশ।)

কঞ্চু। কৈ গো, এখনো রাজকুমারীর বিবাহবেশ পরান হয় নাই? সত্বর নেও না। রক্ষিগণ সঙ্গে যাবে, তারা সুসজ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লবঙ্গ। হাঁ যাচ্চি আমরা। আর বড় বিলম্ব নাই।

কঞ্চু। তবে শীঘ্র শীঘ্র এস।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান

লবঙ্গ। প্রিয়সখি ওঠ, শ্রীকৃষ্ণ আস্‌বেন তো স্বীকার করেছেন, আর নিরাশা কেন হচ্যো? চলো বেশগৃহে যাই।

রুক্মিণী। স্বীকার যে করেছেন সেটীতো ছলনা হবে না?

লবঙ্গ। সে কি, অমন কথা বলোনা।

রুক্মিণী। সখি, আমার অদৃষ্টে সকলি সম্ভবে,—তবে চল যাই।—অম্বিকাদেবীর মন্দিরেতো অগ্রে যেতে হবে, এর মধ্যে যদি সেই মনোরথ পতি আমার নয়নপথে পতিত হন্ ভালই, নতুবা সেই দেবীর নিকটেই আমার যা মনে আছে কর্‌বো।

[সকলে উঠিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরের প্রান্তভাগ।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (আগমন করত আত্মগত) হুঁ! এতোটা ঐশ্বর্য্য, কি কৃপণ! কিছুই দিলে না? এই পরিশ্রম-

টা করে গেলেম, তা সে বেটাও যেমন, এ বেটীও তো তেমনি ; এর পর ধন গলায় বেঁধে মর্‌বেন, আর কি হবে। (দেখিয়া) এ আবার কোথা এসে পড়্‌লেম ? দিক্ ভ্রম হলো না কি ? দূর হোক্‌গে, আর পারিনে। মন এমনি হয়েছে। (পুনঃ দেখিয়া) না, কেন, এইতো এসেছি, এই যে বড় পু-পুকুর না ? হাঁ তাই তো, এই যে অশ্বত্থ গাছ। আঁা, এই গাছটা কি সেই ? সেইরূপ বো-বোধ হচ্যে, তবে আমার ঘ-ঘর কোথা গেল ? সে কি ! এই আমার ভদ্রাসন দেখ্‌চি, ঐ হাটের প-প-পথ দেখা যাচ্যে, তবে আমার ঘরখানি কি হলো ! কৈ দেখছিনে যে ! ত--তবে কি উড়ে গ্যেল ? কোন বড় মানুষ বুঝি এখানে নূতন বাড়ি কোচ্যে। তা আমার ঘর ভেঙে উঠিয়ে দে কি বাড়ি কচ্যে ? ব্রাহ্মণীই বা কোথা গ্যেল ? বৃত্তান্তটা কি, আঁা ! আমি এখন কোথা যাই ? আমার ঘর দোর সব গেছে। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) আমার ব্রাহ্মণী কোথায় ? এখন কি করি ? ব্রাহ্মণী, ও ব্রাহ্মণী ! কে আমার ব্রাহ্মণীকে নিয়ে গ্যেছে ?

(কৌতুকধনের প্রবেশ।)

কৌতুক। ও ঠাকুর ! আপনা আপনি কি বোক্‌চো ? পেঁচো পেয়েছে নাকি ? আবার কাঁদ্‌চ্য

যে; কি হয়েছে বলনা শুনি।——কথা কওনা যে; বলি বাক্‌রোধ ধরেছে নাকি?

ধন। তু-তুমি আমার ব্রাহ্মণীকে দে-দেখেছ?

কৌতুক। আর ব্রাহ্মণীকে দেখ্‌বো কি ঠাকুর; ব্রাহ্মণীর কি আর সে দিন আছে?

ধন। (সত্রাসে) আঁা, কি ব-বল্যে?

কৌতুক। বল্‌লুম তোমার মাথা আর মুণ্ড। তুমি গিছিলে কোথায়?

ধন। আঁা? শুন্‌তে পেলেম না।

কৌতুক। হুঁ! আবার কাণেও খাটো হয়েচো না কি? বলি বেগুন্ পোড়া খাবে?

ধন। আ আমার মনটা কেমন হয়েচে, তোমার কথা কিছু বু-বুঝ্‌তে পার্চ্যেনে; কি ব-বল্‌চো?

কৌতুক। (কর্ণের নিকটে-উচ্চৈঃস্বরে) বলি ব্রাহ্মণী যে বিধবা হয়েছেন; শোন নাই।

ধন। হেঁ, তা বৈকি; তুমি তা তামাসা কচ্চ্যো।

কৌতুক। না না, তামাসা নয়, তোমার মাথা খাই, আমি সত্যি বল্‌চি।

ধন। ব্রাহ্মণী বিধবা হয়েছেন বৈকি; এই যে আমি র-রয়েছি।

কৌতুক তুমি রইলেই বা; তাতে কি হবে?

স্বামী থাক্‌তে কি স্ত্রী বিধবা হয় না? কত শত! সে যাহোক তুমি এত দিন গিছিলে কোথা?

ধন। আ-আমি একুটু স্থানান্তরে গিছিলেম্।

কৌতুক। বাড়িতে বলে গিছিলে?

ধন। না, ব-বলে যাওয়া হয় নাই।

কৌতুক। তবেই হয়েছে।

ধন। কেন? বা-বারো বচ্ছুর তো হয় নাই।

কৌতুক। আরে এখনকার কালে বারো দিন যেতে গৌণ সয় না, বারো বচ্ছুর।

ধন। ব-বলো কি।

কৌতুক। আর বল কি! তোমার গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ। (স্বগত) আমার একটু বিশেষ কর্ম্ম আছে, নৈলে খানিক্ রং করা যেতো। (প্রকাশে) এখন কি কর্‌বে করো, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

ধন। এ কথা টা কে-কেমন হলো?—না, তা কি হয়ে থাকে? আমি ব-বলে যাই নাই, তাই অভিমানে ব্রাহ্মণী কোথায় গে-গে-গে থাক্‌বে। তা যাই হোক্, একবার তাঁকে দে-দেখ্‌তে পেলে হয়। (সজল নয়নে) সে মুখচন্দ্র না দেখে আমার মন কেমন কোচ্চে; চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌চি; কেন মত্ত্যে দ্বারকায়

গেছিলেম! ঘটী গেল, গা-গামচা গেল, এই এত ক্লেশ পেলেম, আবার এদিকে স-সব শূন্যাকার—ঘ-ঘর নাই, দো-দোর নাই, ব্রাহ্মণীও নাই, হা আমার অ-অ-অদেষ্ট! (উপবেশন করিয়া রোদন।)

(দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথমা। ও দিদি, এই যে এখানে বোসে আছেন।

দ্বিতীয়া। (দেখিয়া) হাঁ তো! ও ঠাকুর, ওখানে বসে কি কচ্যো?—আঁ—কথা কওনা কেন?—এসোনা।

ধন। কো-কোথায় যাবো?

দ্বিতীয়া। ঐ যে, ঐ বাড়িতে চল না।

ধন। আ-আমি সে রীতের লোক নই। আ-আমাকে কেন?

দ্বিতীয়া। সে রীতের এ রীতের আবার কি? তোমাকে ডাক্‌চেন্ যে।

ধন। কই? কে ডাক্‌চেন? ও আ-আমাকে নয়, আ-আর কাকে হবে।

দ্বিতীয়া। আর কাকে? মা ঠাক্‌রুণ তোমাকে ডাক্‌চেন।

ধন। (বিরক্তিভাবে) কোন্ মা ঠাক্‌রুণ

আবার ডা ডাকেন ? এ-এক মা ঠাক্‌রুণ ডেকে তো আ-আমার স-সর্ব্বনাশ করেছেন।

প্রথমা। এসে দেখনা কে ডাক্‌চেন।

ধন। (বিরক্তিভাবে) আঃ যাও যাও! কে-কেন তো-তোমরা আমাকে বি-বি-বিরক্ত করো; আ-আমি মরি আ-আপনার জ্বালায়।

প্রথমা। জ্বালা আবার কি ? ডাক্‌চেন ঘরে যাবে না ?

ধন। কা-কার ঘরে যাবো ?

প্রথমা। তোমারি ঘর্; আবার কার ঘর্।

ধন। তা সে অ-অনুগ্রহ করে যা বলো।

প্রথমা। অনুগ্রহ্ করে আবার কি ? এ কি রকম বামণ!—বলি যাবে না তুমি ?

ধন। না, আ—আমি কোথায় যাবো ?

দ্বিতীয়া। আচ্ছা। দিদি তুমি এখানে থাকো, আমি তাঁকে বলিগে।

[দ্বিতীয়ার প্রস্থান।

প্রথমা। ঠাকুর তুমি গিছিলে কোথায় ?

ধন। যে-যেখানে যাই নে কেন, তো-তোমার কি ? আ-আমি মর্ত্ত্যে গিছিলেম।

প্রথমা। এ কি এ! এমন তো কোথায় দেখিনি।

ধন। দে-দেখ নাই তো দে-দেখ। আ-আ-আমি মরি আপনার জ্বালায়, আমার স-সঙ্গে রঙ্গ কত্যে এলেন ; আ-আর কি রাস্তায় মা-মানুষ নাই।

(দ্বিতীয়ার প্রবেশ।)

প্রথমা। কি বল্‌লেন্‌ ?

দ্বিতীয়া। ওঁকে ধরে নিয়ে যেতে বল্‌লেন।

প্রথমা। ধরে কি করে নে যাবো ? (নিকটে গিয়া) ও ঠাকুর, ওঠ ওঠ, চলো। (উভয়ে গিয়া হস্ত ধরিয়া টানা টানি, ব্রাহ্মণের রোদন।)

প্রথমা। (হস্ত ছাড়িয়া) আমি একবার যাই, বলিগে।

[প্রস্থান।

(কিঞ্চিৎ পরে ব্রাহ্মণীসহ প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণী। (নিকটে আসিয়া) বলি এখানে বসে কি হচ্চ্যে ? আমি ডাক্‌চি, এসোনা।

ধন। (না দেখিয়া বিরক্তিভাবে) আঃ জ্বা-জ্বালাতন কোল্যে ! (অল্পে অল্পে দেখিয়া স্বগত) ইনি আবার কে ? ব-বড় মানুষের মেয়ে দেখ্‌চি। (প্রকাশে) আ-আমি কো-কোথায় যাবো ?

ব্রাহ্মণী। ঘরে এসোনা, গাছ তলায় বসে

কাঁদ্‌চো কেন? সে কি! তোমার ঘর, তোমার দোর, তুমি আমার স্বামী,—

ধন। আ-আ-আপনার এমনি দ-দয়াই বটে।

ব্রাহ্মণী। ও কি কথা বলো? তুমি কি আমাকে চিন্তে পাচ্যনা? চেয়ে দেখ দেখি।

ধন। এই দেখ বা—বাছা, তোমরা আমাকে কেন জ্বালাতন কচ্যো? আ আ-আমার স-সর্ব্বনাশ হয়েছে; আমার আর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণী। ও কি ও! ও কথা কি বল্‌তে আছে? তুমি পাগল হয়েছ না কি? (সত্বর গিয়া কর ধারণ।)

ধন। (হস্ত ধারণ করত এক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) আঁ! এ কি! সে-সেই তু-তুমি নাকি? তা সেই তু-তুমি, এমন তু-তুমি হলে কি-কি-কি করে? আ-আমি মনে করেছিলেম আর কেউ। তা তো-তোমার এ কি হ-হয়েছে। আঁ! এ সকল কো-কোথায় পেলে?

ব্রাহ্মণী। তুমি দ্বারকাতে রাজকন্যার পত্র নে গেছিলে?

ধন। হাঁ হাঁ।

ব্রাহ্মণী। তাই রাজকন্যা সন্তুষ্ট হয়ে, এই দেখ

এসে, কত ঐশ্বর্য্য দেছেন, ঐ বাড়ী করে দিচ্যেন, এখন আপাততএই বাড়িতে রেখেছেন।

ধন। দূর!—মিছে কথা। তি-তিনি আবার দেবেন, হায়! হায়! পথে জ-জলখেতে যার দু-দুটো পয়সা দেন্ নাই।

ব্রাহ্মণী। হাঁ গো, তিনিই দিয়েছেন; আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌চি। আহা! তাঁর কি সামান্য দয়া!

ধন। আঁ! বল কি! তবে স-সত্য কথা। (অতিশয় আহ্লাদে) তাই ত বলি; হ-হবে না কেন, রা-রাজকন্যে কেমন দা-দা-দাতার মেয়ে! আহা! আমার কি আর আ-আনন্দের সী-সীমা আছে। (উঠিয়া উল্লাসসূচক গান।)

খাম্বাজ—পোস্তা।

কে আর মোরে পারে, এবারে,
মম সম কে আছে সংসারে।
এত সুখ বিধি কপালে লিখেছিলো,
এক মুখে কহিব কাহারে।
এ সুন্দর ঘর অমর পুর জিনি,
রব সুখে এ হেন অগারে।

যত দেখি দাস দাসী সকলি আমার,
নিশি দিনে সেবিবে আমারে।
তালপত্র ছত্র ছিল ভগ্ন জলপাত্র,
স্বর্ণথালে বসিব আহারে।
ব্রাহ্মণীর অঙ্গে শোভে নানা অলঙ্কার,
কে না ভুলে হেরিয়ে এহারে।

ব্রাহ্মণী। এখানে আর আনন্দ কল্যে কি হবে; চল—চল - ঘরে চল; কত দিব্য সামগ্রী দিয়েছেন, একবার দেখ্‌বে চল।

ধন। কৈ চ-চল, দে-দেখিগে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(সোণা ও শ্যামার প্রবেশ।)

সোণা। আঃ বাঁচলুম!——সেই সকাল থেকে এই অম্বিকাদেবীর মন্দির আর রাজবাটী এই কচ্চি; উন্‌কুটী চৌষট্টি, একখানি তো আনা নয়; আসন, পুষ্পপাত্র, ধূপাধার, উপকরণ, এ কি, অল্প-সামগ্রী! (ঈষৎ হাস্যমুখে) আবার মধ্যে মধ্যে পুরুত্‌ঠাকুরের নস্যির্ শামুক্‌টীও আছে।

শ্যামা। আমি এই যে ভাই তিন্ চার্‌বার এলুম্।

সোণা। তুই তো তিন্ চার্‌বার, আমি যে কত-বার এলুম তার আর গণাগাথা নেই।

শ্যামা। তা তোরা বরঞ্চ এলে আস্‌তে পারিস, তোদের তো আর অন্য কায্ নাই; আমাদের ঘর কন্নার পাইট গলায়, আমাদের কি নিশ্বেস ফেল্‌বার যো আছে? না এলে নয় তাই কাপোড়, অলঙ্কার, মধুপর্ক, এই সব সামগ্রী আনুতে হলো।

সোণা। এখন তো দিদি সব আনা হয়েছে, এই একপাশে এট্টু দাঁড়া না, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। (উভয়ে দণ্ডায়মানা।)

শ্যামা। কি জিজ্ঞাসা কর্‌বি কর, আমার আবার দুধ্‌ জাল্‌ দিতে হবে ভাই, বড় দাঁড়াতে পার্‌বো না।

সোণা। এই দেখ দিদি, রাজবাটীতে বিয়ে, তা আমাদের পাটের কাপড় সোণার অলঙ্কার কৈ? কত আশা ভরসা করেছিলুম, বলি রাজকন্যার বিবাহ হবে, আমরা এতো পাবো ততো পাবো, তা কৈ কিছুই যে দেখিনে। এর কারণ কি জানিস্‌?

শ্যামা। (সবৈলক্ষ) হুঁঃ সে সব আর এ কর্ম্মে হলো কৈ; তবে বল্‌তে পারিনে যদি পরে হয়।

সোণা। কেন দিদি, কি হয়েছে?

শ্যামা। তা ভাই, এখন বল্‌বো না, পরে শুন্‌তে পাবি। (গমনোদ্যতা।)

সোণা। দাঁড়ানা এট্টু, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই দেখ দিদি, রাজমাতার মন্দিরে আমি বারদুচ্চার গিয়েছিলুম, সেখানে দেখ্‌লুম বৃদ্ধ মহা-রাজ অধোমুখে বসে আছেন, অত্যন্ত ম্লান ভাব; রাজমাতাও সেখানে মাটিতে অমনি বসে রয়েছেন, মুখে হাঁসি নাই, চোকে জল পড়্‌চে; এ কি দিদি!

আজ্‌কের দিন এ সকল কেন? তাঁদের মেয়ের বিয়ে, একটী বৈ মেয়ে নয়, কোথা আহ্লাদের পরিসীমা থাক্‌বে না, লোককে পাঁচ সামগ্রী হাত তুলে দেবেন থোবেন,— তা মরুক্ গে নাই দিন, আজ্ মঙ্গল কর্ম্ম, তাঁদের এমন বিষণ্ণ ভাব কেন, আর কান্নাই বা কিসের নিমিত্তে, আমি তো দিদি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্যেম না। যতবার গিয়েছি তত বারই ঐরূপ দেখেছি; কেন? কি হয়েছে বল্‌তে পারিস্?

শ্যামা। তুই ফিরিয়ে ঘুরিয়ে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা কচ্চিস্; আমি জানি সকল কিন্তু ভাই বলা উচিত নয়; আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, দাসীবৃত্তি করি, ও সকল কথায় আমাদের থাক্‌তে নাই।

সোণা। সব যদি জানিস্ তবে আমাকে বল্‌লেই কি এত দোষ। তা না বলিস্ নাই বল্‌লি।

শ্যামা। না দিদি তা নয়, বড় ঘরের কথা, বল্‌লে যদি প্রকাশ হয়, তাই ভয় করে ভাই।

সোণা। তোরা সকলে শুনেছিস্, আর আমি শুন্‌লেই প্রকাশ হবে? আমি এমন মুখ রাখিনে; আমার পেটে কত কথা আছে, আমি বলি, এমন কখনো শুনেছিস?

শ্যামা। তুই রাগ করিস্ কেন?

সোণা। তা তোর যেমন কথা; আমি কি ভাঙা ঢাক, তুই বিশ্বেস করে একটী কথা আমাকে বল্‌বি, আমি অমনি সে কথাটী প্রকাশ করবো?

শ্যামা। তা প্রকাশ না করিস্ তো বলি শোন্। এই দেখ (অনুচ্চস্বরে) বিয়েতে ভারি বিভ্রাট্ পড়ে গেছে।

সোণা। (অনুচ্চস্বরে) কেন? কেন?

শ্যামা। দেখ্, হয় তো বিয়ে উল্‌টে যায়।

সোণা। (সভয়ে) হয়েছে কি?

শ্যামা। বৃদ্ধ মহারাজ এক স্থানে সম্বন্ধ স্থির করে ছিলেন, যুবরাজ তা করতে দিলেন না, আর একপাত্র এনে উপস্থিত করেছেন, তাতেই বৃদ্ধ মহারাজ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন, বল্‌চেন্ যদি আমার কথা রক্ষা হলো না, যা জানে করুক্, আমি ওর মধ্যে নই।

সোণা। সে কেমন হলো? বৃদ্ধ মহারাজ কর্ত্তা, তাঁর কন্যা, তিনি যা করবেন তার উপর অন্যের কথা?

শ্যামা। বৃদ্ধ মহারাজ কর্ত্তা আর কৈ? তিনি প্রাচীন হয়েছেন, বিষয় আশয় রাজ্য সম্পত্তি সকলি এখন যুবরাজের হাতে।

সোণা। তা হলেই কি বাপের কথা শুন্‌তে হয় না? সে কি কথা?

শ্যামা। দিদি, তুইও যেমন, এখনকার কালে ছেলেরা কি বাপের বাধ্য থাকে? এখনকার উপযুক্ত ছেলের কাছে বাপ্‌ ছোলার খোশা।

সোণা। উটী ভাই ভারি দুঃখের কথা; এতকাল খাইয়ে দাইয়ে মানুষ মুনুষ কর্‌লেন, এখন গ্রাহ্যির মধ্যেই করেন না, এ সামান্যি মনস্তাপ নয়।

শ্যামা। বৃদ্ধ মহারাজ যদি অন্যায় কর্‌তেন্‌ তা হলে যা করুন্‌ শোভা পেতো; তিনি না কি একটী উত্তম পাত্র স্থির করেছিলেন, তাই তাঁর একান্ত মন সেই পাত্রে কন্যা দেন।

সোণা। আগে কোন্‌ দেশের রাজাকে স্থির করে-ছিলেন?

শ্যামা। বল্যেই তুই এখনি জান্‌তে পার্‌বি! দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে জানিস্‌ তো?

সোণা। বলিস্‌ কি শ্যামা! ও মা! শ্রীকৃষ্ণকে আমি জানিনে? জগতে তাঁকে কে না জানে? আহা! তাঁর সঙ্গে আমাদের রাজকন্যার সম্বন্ধ হয়েছিল, বিয়ে হলে বেশ সাজ্‌তো। আহা! এমন বরকে কেন যুবরাজ মনোনীত কল্যেন্‌ না?

শ্যামা। তুই কি তাঁকে দেখেছিস্ ?

সোণা। দেখিছি দিদি; মথুরায় নাকি আমার বোনের্ বাড়ী, সেখানে আমি মাস্ দুই গিয়েছিলুম, তাই এক দিন পথে দেখিছিলুম। আহা, এমন রূপ আমি কখনো দেখিনি !

শ্যামা। তিনি নাকি কালো ?

সোণা। হুঁঃ দিদি—যদি বিয়ে হোতো, এসে ঘরে বস্তেন, তবে দেখ্তিস্; তিনি যে কালো সে কালোতে ঘরের অন্ধকার কি মনের অন্ধকার দূর হতো। শুনেছি তিনি নাকি ভগবানের অবতার।

শ্যামা। বটে ? তবে এত দিনের পর বুঝ্লেম; সেই ঋষিটী, যিনি বৃদ্ধ মহারাজের নিকটে প্রায়ই এসেন, তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাজকন্যার সম্বন্ধ স্থির করে এসে একদিন বৃদ্ধ মহারাজকে বল্লেন, শুনে আমাদের রাজমাতা অমনি আহ্লাদে ফুটি ফাটা; বল্লেন্ শ্রীকৃষ্ণতো মনুষ্য নন্, সাক্ষাৎ নারায়ণ; সেই নারায়ণ আমার জামাই হবেন, আমার এমন দিন কি হবে ? বলে কত আমোদ কর্তে লাগ্লেন। আমাকে ডেকে বল্লেন, শ্যামা দেখ, যদি আমার রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের মহিষী হয়, আমার মনোবাঞ্ছা যদি বিধাতা পরিপূর্ণ করেন, তাহলে তোদের সকল্কে

পাটের শাড়ী আর সোণার অলঙ্কার দেবো; তোরা পরমেশ্বরের কাছে তাই প্রার্থনা কর।

সোণা। যুবরাজ তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিবার মত্ত করলেন না কেন?

শ্যামা। তা বিশেষ কিছু বল্‌তে পারি নে; তিনি ওপর পড়া হয়ে গে অন্য পাত্র এনে উপস্থিত করেছেন।

সোণা। শ্রীকৃষ্ণ এদেশে এলে এদেশ যে পবিত্র হবে।

শ্যামা। শুনেচি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রাজকুমারীর রূপ গুণের কথা নাকি শুনেচেন, শুনে তিনি আপনিই এখানে আস্‌বেন নাকি স্থির করেছেন; এখন কি করেন বলা যায় না।

সোণা। বলিস্‌ কি? তিনি আসবেন?

শ্যামা। কাণাকাণি শুন্‌চি দিদি, নিশ্চয় কিছু বল্‌তে পারি নে। কে এসে বলেচে শ্রীকৃষ্ণ আসচেন, তাই শুনে যুবরাজ শশব্যস্ত, যদি বিবাহে একটা গোলোযোগ হয় এই ভেবে যুবরাজ আপনি সকল সৈন্য সামন্ত সাজাচ্যেন, আর যে যে রাজার সঙ্গে ভাব প্রণয় আছে, তাঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে সসৈন্যে আনিয়েছেন। আরও শুন্‌লুম

রাজকন্যা অম্বিকাদেবীর মন্দিরে আস্‌বেন, পাছে পথে কোন গোল্‌মাল্‌ হয় তাই সেই সঙ্গে অনেক রক্ষিগণ আস্‌বে।

(নেপথ্যে বাদ্যোদ্যম।)

সোণা। ঐ বুঝি রাজকন্যা অম্বিকাদেবীর মন্দিরে আস্‌চেন?

শ্যামা। হবে, তবে চল আর বিলম্ব করা হবে না। আমাদের তো সেই সঙ্গে আবার আস্‌তে হবে।

সোণা। হাঁ, তবে শীঘ্র চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অগ্রে শ্রেণীবদ্ধরূপে রক্ষিগণের প্রবেশ, পরে সখীগণ পরিবেষ্টিতা বিবাহ বেশ-ধারিণী রুক্মিণী, ও পশ্চাতে রক্ষিদলের প্রবেশ।)

(সখিদিগের মঙ্গল সঙ্গীত।)

খাম্বাজ—যৎ।

কিবা সুখের আগমন এশুভ দিনে।
চন্দন রূপতন, কুসুম হার,
নাগরী নাগরে দিব যতনে।
সখীর পরিণয় শুভ সাধিব,
সকল মিলিয়ে মঙ্গল গানে।

(রুক্মিণী অম্বিকার মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে হঠাৎ আকাশ হইতে ব্যোমযান অবতরণ, কৃষ্ণ তাহা হইতে সত্বর নামিয়া রুক্মিণীর হস্ত ধারণ, ও সকলের বিস্ময়, রক্ষিগণের কোলাহল।)

লবঙ্গ। (সভয়ে) একি হলো! ওমা আমি কোথা যাবো!

কুসুম। (জনান্তিকে) মর্! চুপ্ কর্না। এ যে সেই তিনি, জানিস্নে?

লবঙ্গ। (জনান্তিকে) আঁ্যা! তিনি?

কুসুম। সখি, আমাদের আর এস্থানে থাকা উচিত নয়।

(সখীগণের প্রস্থান, এবং কোলাহল শুনিয়া রাজপুরুষগণের সত্বর তথায় আগমন।)

রাজগণ। কি, কি, কি হয়েছে? কে কাকে লয়ে যায়? মার্ মার্ মার্।

(কৃষ্ণ রুক্মিণীকে ব্যোমযানে উত্তোলন।)

রুক্মী। সেই কালটাই যে! মার্ মার্, এতো বড় স্পর্দ্ধা আমার ভগিনীকে——

শিশু। (সকাতরে) একি সর্ব্বনাশ! আপনারা সকলে কি স্তব্ধ হয়েই রইলেন? এত গুল ক্ষত্রিয় সন্তান থাক্‌তে কি একটা গোয়ালা এসে রাজকন্যা হরণ কল্যে।

রাজগণ। ভয় কি? ভয় কি? কোথায় যাবে!

[কৃষ্ণের প্রতি রাজগণের অস্ত্র নিক্ষেপ; যুদ্ধ করিতে করিতে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে কৃষ্ণের প্রস্থান; তদনুসরণে রাজগণের প্রস্থান, ও ঘোরতর রণবাদ্য।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভগ্ন শিবির।

(ক্ষত শরীরে রাজগণ কেহ উপবিষ্ট ও কেহ শয়ান, নারদ দণ্ডায়মান।)

দন্তবক্র। (সাক্ষেপে) হুঁঃ কি বল্‌বো, হাতে কামড়ে মর্‌তে ইচ্ছা হচ্যে, অস্ত্রে কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না, তা নৈলে, একবার দেখ্‌তেম।

রুক্মরথ। যথার্থ কথা; এত অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করা গেল, কিছুই হলো না?।

শাল্য। অস্ত্রে ওবেটার কাছে কিছু কর্‌বার যো নাই; ওর যে এক সুদর্শন চক্র আছে ওটা ভয়ানক চক্র, ওতে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র বিফল হয়।

নারদ। ভয়ানক চক্রই বটে, ওর চক্র কে বুঝ্‌বে? এমনি পাক চক্রে ফেলে যে লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বিদূরথ। আমি চক্র ফক্র সব বুঝ্‌তে পার্‌তেম; এখনি ঐ গয়লা বেটাকে রথচক্রে বেঁধে আন্‌তেম।

নারদ। তা আন্‌তেন বটেইতো, আপনি যদি বিশেষ মনোযোগ কর্‌তেন, কি না কর্‌তে পার্‌তেন।

বিদূরথ। ওকে কি আমি মনুষ্য মধ্যে গণ্য করি।

নারদ। কেন কর্‌বেন? ও কি মানুষ?—কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তবে দয়া করে ছেড়ে দিলেন কেন বলুন্‌ দেখি?

বিদূরথ। আরে দয়া কেন?—ঐ যে লাঙ্‌লা বেটা এসেইতো সব নষ্ট কর্‌লে।

নারদ। হাঁ, হাঁ, তা বটে! ঐ তো নষ্টের গোড়া; আপ্‌নারা একবার ঐটেকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারেন?

বিদূরথ। ওকে পার্বার্ যো নাই।

নারদ। তাও বটে; ওটার বল বীর্য্য অসাধারণ।

বিদূরথ। না না, বলবীর্য্য থাক্ না কেন, সে তো ক্ষত্রিয়ের প্রশংসা; তায় দোষ কি? ভাল, যুদ্ধ কর্বি—কর্, অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার কর্; তা নয়; গলায় লাঙ্গল দিয়ে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে যাওয়া, এ কোন দিশি কথা, কোন দিশি যুদ্ধ, এ কি বীরের কর্ম্ম?

নারদ। তা বৈ কি, ওতো চাষার কর্ম্ম, ক্ষত্রিয় জাতি অতি ভদ্র, এরা কি গরু যে লাঙ্গলের সঙ্গে যুজ্‌বে।

রুক্মী। (বস্ত্রাবৃত শরীরে) কি, ঐ বলার কথা হচ্যে তো; কি জানেন, এদিগে যা বলুন্, ও লোক্‌টা কিন্তু সাদা সিধা, খল কপট জানে না।

নারদ। বটে, কিন্তু তাতে ফল্ কি? অমন অনিয়ম যুদ্ধ করা কি ক্ষত্রিয়ের রীতি?

রুক্মী। না, না, বলি ওর শরীরে দয়া ধর্ম্ম আছে, ও ভদ্রলোক।

নারদ। ভদ্রলোক সত্যি! এদিকে কতক্ সভতা আছে বটে কিন্তু রাগ্‌লে আবার জ্ঞান থাকে না।

রুক্মী। তা যা বলুন, বলদেব বলেতেই যা করুক,

ও অন্যায় কর্ম্ম করে না, বরং যে অন্যায় করে তাকে ও দ্বেষ করে থাকে ; কিন্তু ঐ কালোটা যে, ওর ভিতরেও যেমন বাইরেও তেমন।

নারদ। যথার্থ বলেছো, ওর সব সমান।

রুক্মী। বল্‌তে কি, এত ক্ষণ আপনাদিগকে দেখাই নি, এই দেখুন্‌ দেখি আমার এ কি দুর্দশা করেছে। (মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন)

সকলে। (দেখিয়া) একি ! একি !

রুক্মী। দেখুন ; ভাল জয় কর্‌লি, বেশ কথা ; একি, মস্তক মুণ্ডনাদি ! এটা কি বীরের কার্য্য ?

নারদ। ছি ! ছি ! ছি ! তাই তো ! এ অপমান সহ্য করা যায় না ; আমি বুড়ো মুনি ঋষি মানুষ, আমারই দেখে গাটা কেমন্‌ কেমন্‌ কচ্চে।

শিশুপাল। এর চেয়ে অপমান আর কি আছে ?

শাল্য। এ অপেক্ষা প্রাণে বধ করাও ভাল ছিল।

নারদ। না, তা হলে আর তো এর পরিশোধ দেওয়া হতো না, এখন বরঞ্চ তার উপায় হতে পার্‌বে।

রুক্মী। প্রাণে মার্‌তেও উদ্যত হয়েছিল, সেটা কি অল্পে ছেড়ে দিতো ? কেবল আমার ভগিনী

রুক্মিণী রোদন করতে লাগলো, কত অনুনয় বিনয় করলে, কত অনুরোধ করলে, তাই বধ না করে শেষ এই দশা করে দিলে। তা সে সময় বলদেব অনেক আমার পক্ষ হয়ে বলেছিল।

নারদ। ছি। ছি! এ বড় অপমান। যথার্থ বল্‌তে কি, এতে চুপ করে থাকাতে নিতান্ত কাপুরু-যত্ব প্রকাশ হয়; এখন কি করা কর্ত্তব্য তাই বিবেচনা করা উচিত; নৈলে এমন অপমান সহ্য করে যদি থাক তা হলে তোমাদের ক্ষত্রিয় কুলেতে কলঙ্ক।

শিশুপাল। (অসহ্য হইয়া) যথার্থ কথা! এ সকল অপমান তো আর সইতে পারা যায় না। আপনারা অনেক বীর এখানে আছেন, একটা মন্ত্রণা করুন; সে কৃষ্ণকে এর প্রতিফল দিতেই হবে। আমার মতে সকলে মিলে চলুন, তার দ্বারকাপুরী গিয়ে একেবারেই অবরোধ করা যাক।

নারদ। সৎপরামর্শ; মন্দ যুক্তি নয়।

জরাসন্ধ। তোমরাতো অনেকেই অনেক কথা বল্‌ছো, আর আমিও চুপ করে শুন্‌লেম; এখন আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি তার পুরী অবরোধ করলে কি হবে? আমরা সসৈন্যে সকলে মিলে

তাকেতো পথে অবরোধ করেছিলেম, কি কর্‌তে পার্‌লেম ?-

নারদ। হাঁ, সে এই যে সকলকে জয় করে চলে গেলো ; কিন্তু তাও বলি আমি বোধ করি আপনারা সেরূপ মনোযোগ করেন নাই, তাইতে—

জরাসন্ধ। না না, ও বলে মন্‌কে প্রবোধ দিলে হবে কেন ? আমি একটা কথা স্থির করেছি কি তা জানেন, যার যখন পড়্‌তা পড়ে ; ওর এখন সময় ভাল, হঠাৎ এখন ওর কেউ কিছু কত্যে পারবে না ; তা না হলে ঐ গোয়ালা ছোঁড়াকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে কতক্ষণের কর্ম্ম ?—এই সে দিন দেখ্‌লেন না, এত বড় বীর যে কংস আমার জামাতা সে কংসকে ও কেবল বাহুবলে অনায়াসেই ধ্বংস কর্‌লে।

নারদ। কেবল কংসই কেন? দুটো ভাইতে না কর্‌লে কি ! চানূর মুষ্টিক ও শল তোশল প্রভৃতি দৈত্যগণ অসংখ্য মল্লগণ—

জরাসন্ধ। তাই তো বল্‌চি ; অধিক কথা কি, আমি রাজা জরাসন্ধ, আমার ভুজবল পরাক্রম তো আপনারা জানেন, আমি সতর বার ওর কাছে —দূর হোক সে কথায় আর কায নাই !

নারদ। সতর কি? বরঞ্চ আরো দুই এক বার বেশি হবে। তা হলোই বা, তা বলে তোমরা কি ক্ষান্ত হবে? বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, তিনি বশিষ্ঠের নিকটে কতবার পরাজিত হন, তাঁর একশত সন্তানকে বশিষ্ঠ বিনাশ করেন, তবু কি তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়েছিলেন? ক্ষত্রিয় সর্পের জাতি, কেউ মস্তকে পদার্পণ করলে কি সহ্য করতে পারে? আমরাতো এই জানি, তবে একবার পরাজিত হয়ে যদি তোমা-দের মনে বৈরাগ্য হয়ে থাকে সে স্বতন্ত্র কথা; কেননা মানুষ অপদস্থ হলে অমন্ ঔদাস্য হয়ে থাকে।

দন্তবক্র। ভাল বল্‌চেন আপনি! একবার যেন পরাস্তই হওয়া গেছে, এই বলে কি চুপ করে থাকবো? তা হলে ধিক্ আমাদের ক্ষত্রিয় কুলে!

রুক্মী। পুনর্ব্বার যুদ্ধ করা যদিও আপনাদের মত না হয়, কিন্তু আমি এতদূর অপমান কখনই সইতে পারবো না; ভগিনীটেকে হরণ করে নে গেলি, তায় আবার এ কি!

নারদ। তা বটেইতো, একে ভগিনীটেকে কেড়ে নিয়ে গেল তায় আবার এযে বিপরীত কাণ্ড; মস্তক মুণ্ডন! ভাল, না হয় যেন মাথার চুল আবার গজাবে, কিন্তু অপমানটীতো আর জন্মে ঘুচ্‌বে না।

রুক্মী। এ অপমানের মূলীভূত কারণ তো আপনি।

নারদ। সে কি যুবরাজ! আমি কিসে কারণ হলেম?

রুক্মী। তা নয়? আপনি না দ্বারকায় সম্বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলেন?

নারদ। (সিহরিয়া) সে কি কথা? আমি সম্বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলেম? হুঁ! আমি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, এই ছয়মাস মর্ত্যলোকে ছিলেম না। অধিক কথা কি বল্‌বো আপনার যে একটী ভগিনী আছে, আর অদ্যাপি তার বিবাহ হয় নাই, এ কথাও আমি বিশেষ জান্‌তেম না।

রুক্মী। কেন? আমার পিতাই তো সে দিন বল্‌লেন, আপনিই দ্বারকার সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন।

নারদ। তাঁর কি? তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, কি বল্‌তে কি বলেন। আপনিই বিবেচনা করুন্ না, তাঁর যদি হিতাহিত বোধ থাক্‌তো, তিনি ক্ষত্রিয় কুল-প্রদীপ হয়ে এক বেটা গয়লার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হন। হুঁ! আমি সম্বন্ধ কর্‌তে গিয়েছিলেম; যুবরাজ এই কথাটা আমাকে বল্‌লেন! আমি সম্বন্ধ কর্‌তে যাওয়া উদিকে থাক, আমি জান্‌তে পার্‌লে কি এ ব্যাপারটা ঘট্‌তো।

আমি এতদিন সুরপুরে ছিলেম, যুদ্ধ বার্ত্তা শুনে ভাব্‌লেম বলি দেখিগে যদি কোন রূপে সামঞ্জস্য করে দিতে পারি; বিবাদ বিসম্বাদ হয় এটা আমি বড় ভাল বাসিনে; তাই তাড়াতাড়ি আস্‌চি, পথে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লেম এই পর্ব্ব; তা এ তো সামঞ্জস্য করবার কথা নয়। আঃ লোকে যে নিন্দাটা কচ্যে! কাণে আর শোনা যায় না। কেউ বল্‌চে কন্যা কুল-ভূষণ, তাকে অনায়াসেই হোরে নিয়ে গেল, কেউ কিছু কর্‌তে পারলেন না; কেউ বল্‌চে যুবরাজের ভগিনীকেতো হরণ কল্যে, আবার অধিকন্তু তাঁর নিজের অর্দ্ধেক গোপ দাড়ি নাকি মুণ্ডন করে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে; আহা! যে অবমাননাটী করে গেল তা আর বল্‌বার নয়; আবার কেউ বল্‌চে চেদিরাজের স্ত্রীটে হরণ হলো, কি কোরে সহ্য কর্‌বেন, কি কোরে লোকের কাছে মুখ দেখাবেন, এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কচ্যে; শুনে আমি যে মুনিঋষি লোক, বিবাদের দিগে যাইনে, আমারও অন্তঃকরণে মহাক্ষোভ হয়েছে; তাই ভাবি, বলি এমন ব্যাপারে ঋষিদের ক্রোধ হয়, কিন্তু এখনকার ক্ষত্রিয়ে-দের কিরূপ মন বল্‌তে পারিনে। ছি! ছি! একি সামান্য অপমান!

বিদূরথ। যথার্থ কথা।

শিশু। দেবর্ষি যা বল্‌চেন তার অন্যথা কি? আমি ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছি অধিক আর বল্‌বো কি?

নারদ। না না, কি জানেন, জয় পরাজয় যুদ্ধ কর্‌তে গেলে একটা ঘটেই থাকে, তাতে দুঃখ কি? একবার পরাজিত হলেম, একবার বা জয়ী হলেম, কিন্তু ভগিনীহরণ—মস্তক মুণ্ডন—উঃ! এ কি সামান্য ব্যাপার?

জরা। হাঁ, এ কথা সব্ যথার্থ বটে, কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপ্‌নারা ভেবেছেন কি? তাকে জিত্‌তে এখন কি কেউ পার্‌বেন? আপনারা তা মনেও কর্‌বেন না।

নারদ। তা বলে যদি আপনারা এতো দৌরাত্ম্য সহ্য করেন্, এত অবমাননা সৈয়ে যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে থাক্‌তে পারেন, আমার আপত্তি কি? তবে কি জানেন, আমি নাকি যুবরাজের মনের ভাব বুঝ্‌তে পাচ্যি, আমি বোধ করি উনি কখনই ক্ষান্ত থাক্‌তে পার্‌-বেন না। আর কেবল যুবরাজই কেন? চেদিপতিরও কি সাধারণ অপমান! ভাল মানুষের ছেলে নান্দীমুখ করে হাতে সূতো বেঁধে বিবাহ কর্‌তে এসেছেন, তাতে কত দূর মনস্তাপ দেখুন্ দেখি; হস্তসূত্রই

যেন ছিঁড়ে ফেল্‌লেন, বৈরসূত্র কি করে ছিঁড়ে ক্ষান্ত থাক্‌বেন?

জরা। (সক্রোধে) আপনি ঐ কথাই বারম্বার বল্‌চেন; আমিই কি ক্ষান্ত থাক্‌বো? এ কেবল কি ওঁদেরই অপমান? এটী ক্ষত্রিয় জাতির মস্তকে পদাঘাত হয়েছে তাকি আমি জানিনে? আমি বল্‌চি সকল কর্ম্মেরই সময় চাই, সময় পেলে আমিই কি ওকে ছাড়্‌বো?

শিশু। আচ্ছা, আপনি আমাদের সকলের মধ্যে বিজ্ঞ, প্রাচীন, আপনিই এর একটা সৎপরামর্শ দিন, এখন কি করা কর্ত্তব্য।

জরা। আমার কথা যদি আপনারা শোনেন তবে এক কর্ম্ম করুন্; একটা কোন সুবিধা দেখা যাউক, ওর কোন একটা রন্ধ্র পেলে সকলে মিলে ওকে যা মনে আছে তাই কর্‌বো।

শাল্য। বেশ কথা, এই পরামর্শ।

বিদূরথ। হাঁ, এই সুযুক্তি বটে।

নারদ। ভাল, এই পরামর্শই যদি স্থির হলো, তবে আমি একটা কথা বুঝি না বুঝি বলি; ওর একটী রন্ধ্র পাবার সময় শীঘ্রই আস্‌চে।

জরা। (আগ্রহাতিশয় সহকারে) কি বলুন দেখি? হাঁ, এ কাযের কথা বটে।

নারদ। বলি শুনুন্। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ হবে তার আয়োজন হচ্যে, যজ্ঞে পৃথিবীর যাবতীয় রাজগণের নিমন্ত্রণ হবে, সকলেই যাবেন, রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে ঐ কৃষ্ণকেই অর্ঘ দেবেন তার সন্দেহ নাই,——

শিশু। কৃষ্ণকে অর্ঘ দেবে?

জরা। হাঁ, দিতে পারে, পাণ্ডবেরা যে কৃষ্ণের গোঁড়া।

বিদূরথ। তা দিলে তো সকল রাজার অপমান করা হবে?

নারদ। আমি তো তাই বল্চি, সেই সব রাজার সঙ্গে তোমরা যোগ দিয়ে তোমাদের যা মনে থাক্লো তাই কর্বে। বিশেষ তাতে একটা সুবিধা হবে এই যে, সে সময় বলদেব সঙ্গে থাক্বে না, নিমন্ত্রণে গোষ্ঠী শুদ্ধ কে কোথায় গে থাকে, আর যদিও যায় তারও তো তায় অপমান আছে; সে বড় ভাই, সে থাক্তে ছোটকে অর্ঘ প্রদান কর্লে, সেও ক্ষেপ্বে, সুতরাং তাতে তার ভ্রাতৃ-ভেদও হয়ে উঠ্বে, তোমরা অনায়াসেই কৃষ্ণকে

জয় কর্‌তে পার্‌বে। আমার বুদ্ধিতে উদয় হচ্চে এই পরামর্শই স্থির রাখা উচিত।

জরা। এই পরামর্শই সৎ পরামর্শ।

বিদূরথ। বেশ বলেছেন।

শিশু। হাঁ তাই করা যাবে; তবে কি না কিছু বিলম্বটা হোলো।

শাল্য। এই মন্ত্রণাই স্থির থাক্‌লো। যুবরাজ, তবে আর এখন এখানে থেকে প্রয়োজন কি? আ-পাততঃ স্ব স্ব রাজধানীতে যাওয়া যাউক।

রুক্মী। তবে সুতরাং তাই হলো, যখন আপ-নাদের সকলের এই মত তখন পরামর্শ ঐ স্থির থাক্‌লো। তা আপনারা রাজধানীতে যাউন; আমার কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমি ঐ কালাটাকে প্রতিফল না দিয়ে আর রাজধানীতে মুখ দেখাবো না।

শিশু। আমারও ঐ প্রতিজ্ঞা; চলুন্ আমরা এখন যমুনাতীরে গে কোন স্থলে বাস করিগে।

বিদূরথ। ভাল, কিন্তু মন্ত্রণা ঐ থাক্‌লো, নিমন্ত্রণে সকলে সুসজ্জ হয়ে যাওয়া যাবে, তার অন্যথা যেন না হয়।

জরা। তা অবশ্য, ঐ মন্ত্রণাই থাক্‌লো; কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা এই যে, এ অপমানের প্রতিফল

না দিতে পার্‌লে আমি জরাসন্ধ নাম ত্যাগ কর্‌বো। তবে চলুন, এ স্থানে আর থেকে কায নাই। (সকলের গাত্রোত্থান।)

নারদ। অনেকগুলো প্রতিজ্ঞা তো হলো, এখন মনে থাক্‌লে হয়।

[এক পথে রুক্মী ও শিশুপালের, অন্য পথে অন্য সমুদয় রাজগণের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বারকাপুরীর বাহিরের সভাগৃহ।

(রুক্মিণী সহ কৃষ্ণ উপবিষ্ট।)

রুক্মিণী। নাথ, সে চিন্তার কথা আর কি বলবো; বিবাহের সকল উদ্যোগ, নিমন্ত্রিত রাজগণ সকলে এসেছেন, বরপাত্র এসে উপস্থিত হয়েছে, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত, তবু তোমার দেখা নাই। মনে কল্যেম বলি যাঃ, তিনিতো আমাকে ভুলে রইলেন, এখন বুঝি এই দুরাচার শিশুপালের হস্তেই শেষে পতিত হোতে হলো।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি কি তোমাকে ভুল্‌তে পারি? তোমার কষ্ট শুনে আমি নিশ্চিন্ত থাকবো? তোমার পত্র পাঠ মাত্রে আমি প্রতিজ্ঞা কল্যেম্ যে তোমার নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয় সেও স্বীকার, তবু তোমাকে যেপ্রকারে হোক্ উদ্ধার কর্‌বো।

রুক্মিণী। নাথ, তোমার এমনি ভালবাসাই বটে। আহা! নাথ, আমার নিমিত্তে তোমার কি কষ্টই হয়েছে। ওঃ! সে সংগ্রামের কথা মনে হলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। যা হোক নাথ, সে

দিন তোমার অদ্ভুত পরাক্রম দেখে আমার বিস্ময় বোধ হয়েছে।

কৃষ্ণ। (ঈষৎহাস্যমুখে) প্রিয়ে, তুমিই কেবল সে পরাক্রমের কারণ; তুমি সঙ্গে থাকাতে আমি চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হয়েছিলেম। সে যা হোক, প্রিয়ে, তোমাকে যে নির্ব্বিঘ্নে এই পুরীমধ্যে এনে উপস্থিত করেছি এই আমার পরম লাভ। প্রিয়ে, এ পুরী তোমারি, তুমিই এর অধীশ্বরী; কিন্তু প্রিয়ে. তোমার পিত্রালয় পরিত্যগ করে এ নূতন স্থানে এখন মনঃস্থির হবে কিনা আমার সেই এক ভাবনা।

রুক্মিণী। সে কি নাথ! তোমার এ পুরীতে মনঃস্থির না হলে আর হবে কোথা?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, এই পুরী আমি মনিমাণিক্য দিয়ে নির্ম্মাণ করেছি বটে, কিন্তু এর সম্পূর্ণ শোভা এত দিন হয় নাই, এখন তোমার শুভাগমনেই এর যথার্থ শোভা হলো। দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন যে, কেবল মণিরত্নে কি গৃহের শোভা হয়, রমণী-রত্নই গৃহের প্রধান শোভা; তখন সে কথা আমি রহস্য বোধ করেছিলেম, কিন্তু এখন দেখ্‌চি যে (রুক্মিণীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) এ রমণীরত্ন কেবল আমার পুরীর ভূষণ নয়, এ আমার হৃদয়েরও ভূষণ।

রুক্মিণী। নাথ, আমি স্বর্ণপুরীরও গৌরব রাখি না, মণিমাণিক্যেরও প্রশংসা করি না; তুমিই মণি-মাণিক্য, তুমিই স্বর্ণপুরী; তোমাকে যে স্থানে পাই সেই আমার মনোহর স্থান; তোমা শূন্য মণিময় পুরীও শ্মশান ভূমি। তা নাথ, তোমার নিকট যখন আছি, তখন আমার আর সুখের অভাব কি?

কৃষ্ণ। তোমার মন আমার প্রতি এতদূর পর্য্যন্তই বটে।

রুক্মিণী। (ঈষৎ হাস্য মুখে) নাথ, আমার আবার মন কি? যখন আমার মন প্রাণ জীবন যৌবন সকলি তোমাতে সমর্পণ করেছি, তখন আমার আর স্বতন্ত্র মন আছে কৈ? তবে প্রার্থনা এই মাত্র যে, এখন যেমন চরণে স্থান দিয়েছো, এইরূপ যেন চির দিন রয়।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, আমি আর কি বল্‌বো, আমার আজীবন ভালবাসাতেও তোমার উপযুক্ত ভাল বাসা হবে না।

(একজন কিঙ্করীর প্রবেশ।)

কিঙ্করী। বিদর্ভ হতে দুইটী স্ত্রীলোক এসেচেন, তাঁরা বলেন যে তাঁরা এই নববধূমাতার প্রিয়সখী,

একবার বধূমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে প্রার্থনা কচ্যেন।

রুক্মিণী। বিদর্ভ হতে? তাঁদের নাম কি বল্লেন?

কিঙ্করী। তাঁদের নাম বল্লেন কি—লবঙ্গলতা আর কুসুমলতা।

রুক্মিণী। আচ্ছা, তাঁদের শীঘ্র এইখানে আনয়ন কর।

[কিঙ্করীর প্রস্থান।

রুক্মিণী। নাথ, আমার একটী নিবেদন আছে; এই যে দুটী সখী এসেছে, এরা আমার নিতান্ত অনুগত; আপনার যদি বিশেষ অমত্ না হয় তা হলে আমি ওঁদের আমার নিকটে থাক্‌তে অনুরোধ করি।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, তোমার কথায় আমার অমত্; বলো কি প্রিয়ে?

(কিঙ্করীর সহিত সখীদ্বয়ের প্রবেশ, ও উভয়কে প্রণাম।)

রুক্মিণী। এস এস, সখি। (উঠিয়া সজল নয়নে উভয়কে আলিঙ্গন) সখি, তোমরা তবে আমাকে ভোল নি।

লবঙ্গ। (সজল নয়নে) প্রিয় সখি, আমরা কি ভুল্‌তে পারি তোমাকে? তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে না পেরে আমরা এই দেখ আপনা হতে এসে উপস্থিত হলেম।

কুসুম। প্রিয়সখি, সেই দিন হতে তোমাকে না দেখে আমাদের মনে কিছুই সুখ নাই, সকলই যেন শূন্যময় দেখ্‌ছিলেম; তাই লজ্জা ভয় কুলশীল সকলই বিসর্জ্জন করে তোমার নিকটে এসেচি; এসে আমাদের যে বহুদিনের অভিলাষ ছিল তা আজ পূর্ণ হলো; তোমাদের যুগলরূপ দর্শন করে আমরা চরিতার্থ হলেম।

রুক্মিণী। সখি, তোমাদের দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হচ্যে তা আর কি বলবো। প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তোমাকে তো ভাই আমি বলেইছিলেম যে আমি দ্বারকাপুরীতে এলে, তোমাদেরও আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে; তা সেই অনুরোধ অনুসারে যে তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে; এতে আমার যে কত উল্লাস হয়েছে তা আমি প্রকাশ কত্যে পাচ্যিনে।—আর কিন্তু ভাই তোমাদের আমি ছেড়ে দেব না। (উপবেশন করিয়া কৃষ্ণের প্রতি) নাথ, এঁরা আমার দুইজন প্রিয়সখী; তোমার নিকটে আমার এই নিবে-

দন যে, আমার প্রতি তোমার যে রূপ দয়া আছে, এঁদের প্রতিও সেইরূপ——(সচকিতে) কেও সুস্বরে বীণাধ্বনি আর গান করে? আহা হা হা! নাথ, এতে তোমারই গুণানুবাদ যে শুন্‌তে পাচ্যি।

কৃষ্ণ। (শ্রবণ করিয়া) ওঃ! নারদ আস্‌চেন।

(গীতচ্ছলে স্বরকরত নারদের প্রবেশ।)

ঝুম—কহোরবা।

কৃষ্ণকৃপাময় দীনগতে জয় বারয় জঠর নিবাসং।
সহ কমলা কমলাপতি সুন্দর খণ্ডয় সমভবপাশং॥
জয় চতুরাননমোহন বামন দামোদর গুণসিন্ধো।
জয় করুণাময় জয় পুরুষোত্তম জয় মাধব সুরবন্ধো॥
জয় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বসুখাকর অপনয়কলুষমশেষং।
মমজননং সফলংকুরুযাদব "ধীমহি" সুযুগল বেশং॥

কৃষ্ণ। আসুন্, আসুন্, বসুন্।

নারদ। (হাস্যবদনে) কি ঠাকুর, দেখ দেখি এখন কেমন শোভা হয়েছে। আমার কথা তুমি শোন না, দেখ যত্ন না কর্‌লে কি এ রত্ন লাভ কর্‌তে পার্‌তে?

কৃষ্ণ। আপনার যত্নেই সব্ হয়েছে, আমি নিমিত্ত মাত্র।

নারদ। কিন্তু পাষণ্ড গুলো এখন সম্পূর্ণ সুশাসিত হয় নাই, সত্বরেই তাদের প্রতিফল দিতে হবে; আমি তারও সুযোগ করার উদ্যোগে আছি; তা সে যা হোক, আমি তোমার পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরমধ্য হতে এলেম, পুরবাসিনীরা এই নববধূর সমাগমে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছে, মাঙ্গলিকাচার করে তোমাদিগকে গৃহ প্রবেশ করাবে বলে সকলে সুসজ্জ হয়ে আস্‌চে দেখে এলেম্।

কৃষ্ণ। হাঁ, পুরবাসিনীরা অত্যন্ত পুলকিত হয়েছে বটে।

(মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে স্ত্রী-গণের প্রবেশ এবং কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বরণ ও মাল্য চন্দনাদি প্রদান ও হুলুধ্বনি।)

নারদ। (আহ্লাদপূর্ব্বক) এসময়ে তবে আমারও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ গুণানুবাদ করা আবশ্যক। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বীণাবাদন ও সঙ্গীত।)

নারদ। জয় নব মেঘরুচির কৃষ্ণবিভো,
জলধিসুতা মিলিত সুন্দর যাদব হে।

আকাশে। রমারমাপতি শোভা সংপ্রতি
জয়তি জয়তি অতি সৌখ্যং।

সকলে (করযোড়পূর্ব্বক) দেবদম্পতি দেহি মোক্ষং।

নারদ। কেশব করুণাময় কুবলয়দলন
বরদবামন বসুদেবনন্দন হে।
আকাশে। রমারমাপতি শোভা সংপ্রতি
জয়তি জয়তি অতি সৌখ্যং।
সকলে (করযোড়পূর্ব্বক) দেব দম্পতি দেহি মোক্ষং।
নারদ। মাধব মুকুন্দ মধুসূদন মদনমথন
মুরলীধর মুনিগণ বন্দন হে।
আকাশে। রমারমাপতি শোভা সংপ্রতি
জয়তি জয়তি অতি সৌখ্যং।
সকলে (করযোড়পূর্ব্বক) দেবদম্পতি দেহি মোক্ষং।
নারদ। জয় লোকনাথ নলিন নয়ন নবকিশোর
পদ্মনাভ পতিত পাবন হে।
আকাশে। রমারমাপতি শোভা সংপ্রতি
জয়তি জয়তি অতি সৌখ্যং।
সকলে (করযোড়পূর্ব্বক) দেবদম্পতি দেহি মোক্ষং।
নারদ। জয় চিন্ময় চক্রপাণি চতুরানন মোহন
পুরুষোত্তম ভবভয় নাশন হে।
আকাশে। রমারমাপতি শোভা সংপ্রতি
জয়তি জয়তি অতি সৌখ্যং।
সকলে (করযোড়পূর্ব্বক) দেবদম্পতি দেহি মোক্ষং।
(সকলের প্রণিপাত।)
পতন।